

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।



৮ ভূদেব সুখোপাধ্যায় সি, আই, ই,

—মহোদয়ের—

পারলৌকিকগীতা-অবলম্বনে লিখিত ।

কাব্য ।

বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী-

প্রণীত ।



শকাব্দ—১৮৫০

মাঘী পূর্ণিমা ।



All Rights Reserved.

মূল্য—৫০ বার আনা



"The BHUDEVA NIRVANA KAVYA,
—in some sort—

✻ *A Hindoo Pilgrim's Progress*, ✻
has many merits. It is well composed
and deduced. Its descriptions are
picturesque, and the style is very
rich; especially, the reflexions and
sentences, of which is made up the
second half of most stanzas, are
expressed in a choice and felicitous
manner. In India, where * * *
poetry is liked for its own sake and
directly enjoyed, this little book shall
meet, I suppose, with a great
success."

Sd. A. Barth

Professor of Oriental Languages
in the University of Paris.

Printed by

The Adar Intelligence Press pp. 1-48.

The Saraswati Press, Midnapore, pp. 81-108.

The Lukshmi Press, Midnapore. The rest,

&

Published by the Author, Midnapore.

BENGAL.

শ্রদ্ধাঞ্জলি ।



ও



পুত

শ্রীচরণ স্মরি



তপস্বিনী



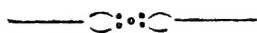
ম ম জননী র ।



—(*)—



ভূমিকা ।



আর্য্যসন্তানগণের ধারণা যে পুণ্যাত্মা জীব পারলৌকিক জীবন
ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর নানা জ্যোতির্বিষয় দ্বারা অতিক্রম করিয়া
শান্তিময় অমৃতধামে চিরনিবৃত্তি লাভ করেন । এই কাব্যে তাঁহাদের
সেই পরিকল্পনাই যথাশক্তি পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে ;
সেই জন্ত বঙ্গের কৃত্তী সন- সর্জনশ্রদ্ধায় ও সদাচারপাণ্ডিত্য ভূদেব-
মুখোপাধ্যায়, C. I. E. মহোদয়ের পারলৌকিকদীপা অবলম্বন করা
হইয়াছে ।

এ স্থলে লোকবিশ্রুত ভূদেববাবুর মাবিশেষ পঞ্চম অপ্রাসঙ্গিক
বলিয়া মনে হয় । তবে তাঁহা নিতান্ত অনাবশ্যকও নহে । স্মৃতবৎ
গ্রন্থের প্রারম্ভে তাহার সমাবেশ করা হইল ।

পরিশেষে, যে লোকোক্তচরিত গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রেরণা ও
প্রচেষ্টায় এই কাব্যের প্রথম অন্তর্ধান করা হইয়াছিল, তাঁহার সেই
অকৃত্রিম সৌহার্দের কথা আজ জনের মাত্র ধারণা করিয়া এত প্রচেষ্টা
প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া এইখানে
উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম না । ইতি

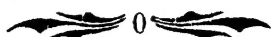
মেদিনীপুর, কলেজ ।

মাঘী পূর্ণিমা । শকাব্দ ১৮৫০

১৩১৫ সাল ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্মা ।

ভূদেবের পরিচয় ।



৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E. একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ সন্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার । তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাঁহার নিবাস ছিল খানাকুল কৃষ্ণনগর । তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন । এইখানেই ১৭৪৭ শকাব্দে (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা ফাল্গুন ভূদেবের জন্ম হয় । ভূদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃতব্যাকরণাদি পড়িয়াছিলেন । পরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্ত হিন্দু কলেজে অব্যয়ন করেন । এখানে তিনি সর্বোচ্চশ্রেণীবছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন । বিশ্বনাথ নিজতত্ত্বাবধানে পুত্রের অভিমত কালোচিত শিক্ষাদানে কোন ক্রমেই বিরত হয়েন নাই ।

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন । কিন্তু সে সময়ে সুযোগসত্ত্বেও বিষয়কর্মের প্রচুর অর্থ উপার্জনের আশ্রয় স্থগিত রাখিয়া তিনি কয়েকজন বন্ধু সহযোগে দেশমধ্যে নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু আবশ্যিক লোকবল ও অর্থবলের অভাবে তাঁহার এই সংকল্প শেষে পবিত্যক্ত হয় । অল্পকালপরেই তিনি নানাস্থানে গবর্ণমেন্ট কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক মনোনীত হইলেন । এই সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্কুলের সম্পাদক হজরত প্রাট সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে । প্রাট সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন । সাহেব কালক্রমে দক্ষিণবাঙ্গলার স্কুল ইন্স্পেক্টার হইলে কর্তব্যবিষয়ে ভূদেবের নানা পরামর্শে উপকৃত হইতে থাকেন । বাঙ্গলা ভাষার উপর ভূদেবের বরাবরই অমুরাগ ছিল । প্রাট সাহেবের প্ররোচনায় তিনি “শিক্ষা বিষয়ক” নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন । ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয় । অতঃপর ভূদেব নবপ্রতিষ্ঠিত হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক পদলাভ করিয়া তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন । তিনি বালকদিগের শিক্ষার জন্ত এই সময়ে

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস, বোম্বে ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া পুর্বেক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময়ে প্রচাৰিত হয়।

পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভূদেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্সপেক্টার মেড্‌লিকট সাহেবের সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড্‌লিকট ভূদেবকে বড় ভাল বাসিতেন। এখন সাহেব শিক্ষাবিভাগের জন্ত ভূদেবের পরামর্শে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পূর্ব হাতে অঙ্গীকৃত উদ্ভূত বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই সময়েই ভূদেবের যত্নে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারি করার জন্ত কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদবীন গ্রাম্য পাঠশালা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব স্কুল সমূহের অতিবিক্ত পরিদর্শক হইলেন। তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য ও শিক্ষা-বিভাগেব প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূদেব ৭০ মূল্যের “শিক্ষা দর্পণ” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। ঐ কয়েক বৎসর এই পত্র বেশ চলিয়াছিল। কোন দৈবাবধীন ঘটনায় তিনি তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

ভূদেব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও পঞ্চাবের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফলে তিনি ইংরাজী ভাষায় যে সুবহু মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও দোষগুণ-বিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। ইহাতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও ক্রমে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের প্রথমশ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে তিনি বিভাগীয় পরিদর্শক-পদপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন পরে শিক্ষা বিভাগের প্রধানপরিদর্শকপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হুগলীর ন্যাশাল স্কুলে কার্যকালে তিনি চুঁচুড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। এইখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গলার শিক্ষা পরিদর্শনের কার্য চালাইতেন। বেহারে তখন ছাত্রদিগের পাঠ্যপযোগী ভাল পুস্তক ছিল

না। এজন্য তিনি বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক হিন্দীতে অনূদিত কবাইয়া চালাইয়া গিয়াছেন। ঐ প্রদেশের স্থলবিশেষে ‘কাইতি’ ভাষায়ও তিনিই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, চুচুড়া হইতে তিনি ‘এডুকেশন গেজেট’ প্রচার করিতে থাকেন। এখনও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তবে তাঁহার মধ্যম পুত্র বায়বাহাভব মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুরপরে তাহা বোধোদয়মুদ্রা-যন্ত্র প্রভৃতির সহিত চুচুড়া হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজী ভারতেশ্বরীর নিকট C. I. E. উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোট লাটের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই জুন মাসে তিনি রাজকীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছুদিন পূর্বে তাঁহার ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ও কিছুদিন পরে তাঁহার ‘পারিবারিক-প্রবন্ধ’ প্রকাশিত হয়। এই ‘পারিবারিক-প্রবন্ধ’ই তাহার জাতীয় জীবনের বিশাল কীর্তি।

ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত নানাকার্য্য-ব্যপদেশে বিশেষভাবে সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান হুদেব আপনার জাতীয়তা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চশিক্ষিত বঙ্গীয়সমাজ ইংরাজী-শিক্ষার ফলে ইংরাজী রীতিনীতি ও ইংরাজী আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে সময়ে স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী হুদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্নবান ছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার ‘সামাজিক-প্রবন্ধে’ তিনি আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতীয়তা সাধনের জন্ত হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন একতা সাধন অসম্ভব নহে। তবে সেইজন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বত্র সম্যক বন্ধুবান্ধব ও প্রীতিভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেকবিষয়েই যথা বিদেশীয় ভাষার অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি বলতেন, সামাজিকজীবনে ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। “ইংরাজ কার্য্য কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, স্নেহবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টি-চিত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরাজের নিকট হিন্দুকে

কেবল কার্য কুশলতা শিখিতে হয় ; অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না ।” ইহাতেই তাঁহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার প্রকৃত পারচয় সুপ্রকাশ । তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল । তিনি হিন্দু জাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য ‘আচারপ্রবন্ধ’ প্রকাশ করেন । এই প্রবন্ধে উপক্রমণিকায় তিনি লিখরাছেন যে সদাচারই মূল ধর্ম । ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয়বিধির-প্রতিপালন । এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ও শাস্ত্রাচারলোপের কয়েকটি ব্যাঘাতক কারণ ঘটয়াছে বটে । ওগুলি পূর্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে । উহাদিগের অপনয়ন অতিকঠিন হইলেও, একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না ।

মনস্বী ভূদেব তাই অনেকসময় দুঃখ করিতেন যে উপযুক্ত সংস্কৃত-শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এত অবনত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছেন । সেই জন্যই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে । তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীয়চিকিৎসাশাস্ত্রও ধর্মশাস্ত্রপ্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্য নিজ পিতৃনামে চুচুড়ায় “বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্বাহের জন্য বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন । এই সকল প্রতিষ্ঠান এখনও সুন্দরভাবেই চলিতেছে । একজন সামান্য ব্রাহ্মণসন্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী উন্নতি-কল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই । বাস্তবিক বলিতে কি, এই চরিত্রবান্ উদার মহাপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি গত ১৩০১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন । সেইরূপ পরিপক্ব মহারত্নের স্থান পূরণ হইবে কিনা, তিনিই জানেন ।

[“বিশ্বকোষ” হইতে সংগৃহীত]

প্রাপ্তিস্থান ।

- ১। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ।
- ২। মেদিনীপুর মল্লিক লাইব্রেরী ।
- ৩। ঢাকা সারস্বত এজেন্সী ।
- ৪। কলকাতা, ৫/২০, আয়ুধগারী । (Oudhgharbi)

ভূদেব-নির্বাণ

প্রথম সর্গ ।

(বঙ্গবিলাপ)

(১) মঙ্গলাচরণ । (২—৫) সমাগতপ্রায় বিয়োগে বাস্তবিক
চিন্তাচঞ্চল্য । (৬—৮) ভূদেবের মৃত্যু সংবাদ প্রচার । (৯—১১)
বহির্জগতে প্রকৃতির শোকচিন্তা (১২—২১) অন্তর্জগতের বিষাদকালিমা ।
(২২—২৩) সাস্থনা ।

(১)

ভুবন-তিমির-নাশি তপনের তেজোরাশি
পারে কি অন্তরতম করিতে হরণ ?
হৃদয় ভুবনময় তমোরাশি করি ক্ষর
ব্রহ্মতেজ বিভাসিত হোক অনুক্ষণ ।

(২)

“হইলে নিশার শেষ আসি গৃহ বহির্দেশ
জগতের ফুলানন হেরিতে তৎপর—
সহসা মোদের চিত কেন হল বিষাদিত
যেন সমাগতপ্রায় বিয়োগে কাতর ?

(৩)

“কেন মাতা প্রকৃতিরে হেরি আজ নেত্রানীরে
নিরন্তর পরিপ্লুতা, যেন বিষাদিনী ?
হৃদয় তপনমুত হারিলে অকের স্মৃত
শোকের সাগরে মগ্না যেমন জননী ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৪)

“সেইত কুম্মদাম বিরাজিছে অভিরাম ;
সেইত শীতল মন্দ বহিছে সমীর ;
সেইত মধুর স্বর করিতেছে মধুকর ;
তবু এ বিধান-ভাব কেন প্রকৃতির ?

(৫)

“জানিবা বিধির গতি ঘটাইবে কি দুর্গতি
এই ভাবি বিষাদিত সবার হৃদয়—
আরও বিষাদে ফেলি শোকের লহরী তুলি
নিরদয় বার্তাহর একি কথা কয় !”—

(৬)

—বধন নিশাধ শেখ পাপের ছিল না লেশ
শান্তিময় ভাবপূর্ণ ছিল মহীতল,
তনিহু ভূদেব-ইন্দু নিকুপম গুণসিকু
শোক সিদ্ধনীয়ে ফেলি বান্ধব সকল,

(৭)

কুঞ্জিয়া তবের খেলা, ত্যজিয়া মানবলীলা
‘তনি কল কল স্বন গিয়াছেন চলে
তজিকার স্বরজিত তরঙ্গহুকুলাবৃত
তবডরনিবারিণী জাহবীর কোলে,

প্রথমমর্গ।

(৮)

মায়ের মধুর কথা শুনিয়া সন্তান কথা
পিপাসা কাতর হলে অমনি তখন,
আপনার খেলা ভুলি তরা করি বান্ধ চক্কি
ছুটিয়া মায়ের কোলে হরষিত মন।—

(৯)

“তাই বুঝি নিশাপতি, বঙ্গের গৌরব জ্যোতি
যেতেছে স্বর্গেতে—দেখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শোকতপ্ত নিজকায় পশ্চিম সাগরে, হায়,
মনের খেদেই বেন দিল ডুবাইয়া ! (ক)

(১০)

“তাই বুঝি বিশ্বমাতা স্রুতশোকে নিপীড়িতা
তিমির বসনে হয়ে আবৃত-আননা,—
হুঃসহ শোকের ব্যথা মুখে নাহি সরে কথা—
করেছে হিমাশ্রুপাতে শোকের সূচনা ! (খ)

(ক) ১৩০১ সালের বৈশাখী শুক্লা একাদশীর রাত্রি ১ টা ১০ মিনিটের সময়ে ভূদেব বাবুর ৬ গঙ্গা গর্ভে দেহান্ত হয়। তাহার মৃত্যু পরেই চন্দ্রদেব অন্তর্মিত হন।

(খ) জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা হুইলেও ঐদিন রাত্রি শেষে কুয়াসা হুইয়াছিল এবং বৃক্ষ পত্রাদিতে শিশিরবিন্দু দেখা গিয়াছিল।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(১১)

“বিহঙ্গ বঙ্করে খেদে থাকি থাকি কেঁদে কেঁদে
হৃদয়ের গুরুতর শোকের নির্ভর,
থরাবাসী যত নরে দিয়াছে বিভাগ করে;
বিভক্ত হইলে শোক হয় লঘুতর ।

(১২)

“হায় ! হায় ! ত্রে মনিষি ! ঘোর ভববারিনিধি
নিরাশ্রয় তাহ মোক, না ভা'নি সাঁতার;
পাপের প্রবাহে তার অর্ন্ত জাণ অনিবার;
তাহাতে ভাসিয়ে সবে তুমি হলে পার !

(১৩)

“সদা শান্তআলোচনে শিক্ষা বারি নিষেচনে
জ্ঞানাকুর যেইখানে করেছ বর্ধন,
চলি যাও কি কারণে হায় ! নিজে সেইখানে
হানি শোকাশনি মূল কয়িয়া ছেদন !

(১৪)

“স্নেহময় দেখি অত পুত্রদয় মুখপদ্ম (ক)
বিষাদ মণ্ডিত, পেয়ে মরমে বেদনা—

(ক.) ভূদেব বাবুর মৃত্যুকালে গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব নামে
তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রথম সর্গ।

স্বভাবজ স্নেহজলে কে এই ধরনীতলে
বিধোত করিয়া দিবে বল তোমা বিনা ?

(১৫)

“ওহে বালারূপোপম ! তুমি যে অন্তরতম
হরেছ জ্ঞানাংগজাল করিয়া বিস্তার,
এবে তাহা পুনরায়— সূর্য্য অন্তে সন্ধ্যা প্রায়—
সবলে তোমার রাজ্য করিছে আঁধার !

(১৬)

“তব শিক্ষা-মুহু-বায়— পরশনে ফুট প্রায়
হৃদযুজ আমাদের ফুটিলনা আর !
গেলে সূর্য্য অন্তাচলে আর কি সরসী জলে
বিকচ কমল শোভা করয়ে বিস্তার ?

(১৭)

তর্করূপ সর্পগণে ভয়াকুল শাস্ত্রবনে
সদর্থ প্রশ্নরশ্মি বল কে তুলিয়া,
বিজ্ঞান তন্তুর বলে সাহিত্যাহুরাগি-গলে
মালা গাঁথি এবে আর দিবে পরাইয়া ?

(১৮)

“বল গৃহে কোনজন লয়ে আত্মপরিজন
বিমল আনন্দময় কোতুক লীলায়,

ভূদেব-নির্বাক ।

ভূমিমাংসার হৃৎথে

সর্বদা মনের অংশে

এমন প্রেমোদ-রাজ্য-রচিত্তে ধরায় ?

(১৯)

“নিত্যকর্ম সন্ধ্যাবিধি

করি কোন নরনিধি

লয়ে করে পুষ্পাঞ্জলি অবংশজ-সনে,

প্রগাঢ় ভক্তির ভরে

নিরমল স্তুতি ক’রে

গৃহ দেবতার পূজা করিবে ভবনে ?

(২০)

“পিতা গুরু সখা প্রায়

স্নেহে শাস্ত্রে অথে, হার !

তোমা সম সন্তানের অকোমল মন,

জলানল সোহাগার

বিগুহ কাকন প্রায়,

বিমল করিতে পারে, বল কোন জন ?

(১২)

“শোকাবেগে অন্ধপার

হয়ে সরে আত্মহার

কাতর হৃদয় যত অহুদ তোমার,

সদা স্ততোচ্ছ্বেদসহা (ক)

অশীতল সর্বসহা (খ)

আলিঙ্গিয়া কাঁদে, পেতে ধৈর্য্যকণা তার !

(ক) স্ততোচ্ছ্বেদসহা—যে পুত্রাদির মরণ সহ্য করিয়া থাকে ।

(খ) সর্বসহা = স্মৃতিহীন ; যে সকল সহ্য করে ।

প্রথম সর্গ ।

(২২)

“তার প্রতিধ্বনি-স্বনে স্বর্গে দিগ্‌জনাগণে
আনন্দ অমরকূলে করে বিতরণ ;
হার ! বিধি এ ভুবনে দিয়ে হুঃখ একজনে
করেন অগর জনে স্মৃতে নিয়োজন !”

(২৩)

একগ বিলাপ করি মধুর আদর্শ স্মরি
শোকরাশি বঙ্গবাসী নাশি স্থিরহৃদয়ে,
মরণ জীবন আর ভাল মন্দ কি প্রকার (১)
কর্মের উত্তমে বুঝি গেলা নিজনিলায়ে ।

ইতি ভূদেব নির্বাণ কাব্যে

“বঙ্গবিলাপ” নামক

প্রথম সর্গ ॥

—(০)—

(১) মরণ-জীবন—মরণ = প্রকৃত্ত্যাব, জন্মএব ভাল; জীবন-
। বিজ্ঞান-জীবন জন্মএব মন্দ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

(সংসার ও স্বর্গ)



(১—৪) ভূদেবকে লইয়া গঙ্গাদেবীর দিব্যধাম স্বর্গে গমন। (৫—
১৮) উৰ্দ্ধ হইতে দেবীর সংসার দর্শন ও উপদেশ প্রদান—সংসারের কাম
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর উল্লেখ। (১৯—২৭)
দেবীর পরিদৃষ্ট স্বর্গ পথ বর্ণনা।

(১)

পুত্র রত্ন (১) লয়ে কোলে নিশ্চয় যেতেছে চলে
দিব্যদেবধামে এবে মকরবাহিনী (২)
আরোহিয়া যাদোবর (৩) স্ববর্ণের জ্যোতিধর
মন্দাকিনী মহাদেব মৌলিনিবাসিনী ।

(২)

বুধা আৰ্ত্তনাদে অতি ব্যাকুল ব্যাকুল বাক্যে প্রতি,—
করুণা রূপিনী দেবী সুরতরঙ্গিনী—
সুতানি সকলে মাতা কহেন প্রবোধ কথা
নাশিনা সবার শোক, মুছলভাষিনী ।

(১) পুত্ররত্ন—নরশ্রেষ্ঠ ভূদেব (২) মকরবাহিনী—গঙ্গা (৩)
যাদোবর—জল জন্তুর প্রধান। বাদসু—জলজন্তু। (৪) প্রতিবৃদ্ধ—বৃদ্ধিমান

দ্বিতীয় সর্গ ।

(৩)

বিরোগে শোকের মত প্রতিমূর্ত-(৪) কায় বত
সমাগত জনগণে প্রবুদ্ধ করিয়া—
অথবা পুত্রের দেহে হাত বুলাইয়া দেহে—
—সুশীতল উন্মিষ্ক বাহু প্রসারিয়া—

(৪)

অপূৰ্ণ আশ্রমে গতি তাই সদা শাস্তমতি
পুত্রধনে দেখাইছে নভ সুরঞ্জিত.
খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাগ প্রগাঢ় মৌলিম রাগ;
রম্য চন্দ্রাতপ যেন বিধাতৃচিহ্নিত ।

(৫)

সুতাদির হুঃখ হেরে দয়াময়ী কৃপা ক'রে
মধুর মৃদলস্বরে বলিছে সবার—
“ছাড়ি চিরসুখধাম কার'বল হয় কাম
বসতি করিতে এই অনিত্য ধরায় ?

(৬)

“যরে যরে ধরাগর সুখ হুঃখ নিরন্তর
কুলাল (১) চক্রের স্রাব করে আবর্তন,

কুলাল—কুন্তকার।

কুমেখ-নির্ব্বাণ ।

বসন্তের, বনানিলে

প্রফুল্ল মঞ্জরীদলে

শীতের পল্লবহীন বন্যাস যেমন ।

(৭)

“দেখ হেথা দিনমণি

সরোবরে সরোজিনী

বিকাশিয়া সুরচির নরনরজন,

শেষে পরিণামে, হায় !

বিবাদিনী করি তার

পুনরায় অন্তাচলে করয়ে গমন ।

(৮)

“কুমুদিনী-প্রাণ পতি

তাজি কুমুদিনী সতী

বিধির বিধানবশে বামিনী বিগতে,

জানার অগত-জনে

সুখ লাভ দুঃখ বিনে

কতু নাহি হুই এই অনিত্য অগতে ।

(৯)

“কাম সখা এ অগতে

মানবের মনপথে

প্রবেশি চোরের স্তায় আত্মনিকেতনে ।

অলঙ্কিত ভাবে বলে

হরণ করয়ে ছলে

মানবের সুবিমল বিজ্ঞান-রতনে ।

(১০)

“ক্রোধ মত্তকরিপ্রায়

দিবানিশি এ ধরায়

মানস সরসী তটে গিরে অবিরত,

দ্বিতীয় সর্গ ।

অবকাশ লভি গরে নামি জলে সুরোবরে
সন্ধ্যা কয়ল দলে করে বিদলিত ।

(১১)

“লোভ মানবের মনে দেখাইয়া অহুস্রণে
সংসার মরুভূমিতে নানা প্রলোভন,
তথা মৃগ-ভূক্ষিকার (২) বিড়ম্বিত করে, হায় !
কে চার থাকিতে বল তাহার সদন ?

(১২)

“মোহরূপী বাহুর এই তবে নিরন্তর
দেখাইয়া ইন্দ্রজাল লোকে নানারূপে,
হরিয়া বিজ্ঞান ধন করে তারে নিমগন
পঙ্কিল বিবসরূপ চির-অরুণে ।

(১৩)

“মদ বরাহের মত উঠাইয়া অবিরত
হৃদয় উর্কর ভূমি হতে ভক্তিমূল,
সমূলে ভক্ষণ করে বল, বৎস, যে সংসারে
সে সংসারে চিরবাসে হয় কি প্রভুল (১) ?

(২) মৃগভূক্ষিকা—মরীচিকা; মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকামণ্ডিতে
জল ঘন ।

(১.) প্রভুল—মদল ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(১৪)

“মাৎস্য্য গৃধ্ৰে মতঃ যুরি কিরি ইতন্ততঃ
জ্ঞানচক্ষু মানবের করে উৎপাটন,
তাই তবমুঢ়প্রায় ফিরে তারা এ ধরায়
আবিষ্কা ভৌতিক দ্রব্য প্রাণের মতন ।

(১৫)

“হিংসা, বৎস, এ ভুবনে সদা মানবের মনে
ব্যথা দেয় পরদেব-তীক্ষ্ণ-শলাকায় ;
প্রগল্ভা যুবতি যথা বলি মর্শ্মভেদি-কথা
দেয় ব্যথা জরাজীর্ণ পতির হিয়ার ।

(১৬)

“বাসনা এ ধরা মাঝে সাজিয়া গণিকা—সাজে (৩)
কল্পনাসহরে সৌধ (৪) নিরমাণ করে,
দেখাইয়া প্রলোভন কেড়ে লয়ে ধর্ম্মধন,
ডুবায় মানবে ঘোর পাপের সাগরে ।

(১৭)

“এইত ভবের গতি ! তবে কেহ এ বসতি
ছাড়িয়া যাইলে কেন ব্যাকুল-হৃদয় ?

(৩) গণিকা—বেঞ্চা, বান্ধবগিতা । (৪) সৌধ = বড়বাড়ী ।

দ্বিতীয় সর্গ।

জরা ব্যাধি মরণেতে

ভোগি হুঃখ নানামতে

বীতরাগ হুঃখ যথা মানব-নিচর।

(১৮)

“নিত্য সত্যে দৃষ্টি স্থির

জীবনুকৃত তাই ধীর

ভূদেব বিরক্ত হয়ে সংসারের নামে,

পরিপূর্ণ হলে কাল

ছিঁড়ি দৃঢ় মায়াজাল,

এবে ষাটতেছে সেই চির শান্তিধামে।”

(১৯)

এরূপে প্রবোধি সবে,

সন্তানের প্রতি তবে

কহিছেন মাতা স্বর্গপথ দেখাইয়া,—

“বালারূপে সুরঞ্জিত

মনোরম স্বর্গপথ;

সুশীতল সমীরণ আসিছে বহিয়া।

(২০)

“অই দেখ, প্রিয়তম,

মেঘমালা মনোরম

সাজিয়াছে স্তরে স্তরে সমীরণভরে;

যেন, বৎস, তব তরে

পূর্বেই রেখেছে করে

স্বর্গের সোপান শ্রেণী সুশীল প্রস্তুরে।

(২১)

“কোথাও অরুণরাগ (১) দেখহ পয়োদভাগ (২)

অরুণ কিরণে আহা কেমন সুন্দর!

দেবেন্দ্রের রোষ গতে

আবার সাগর হতে

উঠিল কি হিরণ্য মৈনাক-(৩) শেখর ?

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(২২)

কোথাও বা বাবু-ভঁরে চারিদিক শোভা ক'রে
জলদ (৫) গজাদি [৬] মূর্ত্তি করেছে ধারণ ;
তব অভ্যর্থনা তরে দেবেন্দ্র আদর করে
পূর্বে বুঝি সৈন্তদলে করেছে প্রেরণ ?

(২৩)

“দেখ, দেখ, নিঃশেষে তাজি পৃথ্বী স্বদূরেতে
বর্গের সুরম্য মার্গে করিতে গমন,
গগন বিহারী যানে উঠি মোরা হইকনে
নব জলধর তলে এসেছি এখন !

(২৪)

অই দেখ অগ্নি স্থলে গগনে যেতেছে চলে
দ্রুতবেগে মেঘখণ্ড ধবল বরণ ;
ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্র কাছে যেন আগে যাইতেছে
তোমার গমন বার্তা করিয়া বহন ।

(১) অরুণ রাগ—রক্তবর্ণ। (২) পরোদ ভাগ—মেঘখণ্ড।

(৪) ইন্দ্রকর্জুক পক্ষচ্ছেদনভয়ে মৈনাকপর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিয়া ছিল।

(৫) জলদ—মেঘ। (৬) গজাদি মূর্ত্তি—অনেক সময়ে আকাশের
মেঘ গজ ও অশ্ব প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

(২৫)

“কর, বৎস, এইক্ষণ পথপ্রাপ্তি বিনোদন
এইখানে কিছুকাল বিশ্রাম লভিয়া,
গরোদ (৭) কণিকাবহ মৃহ সিন্ধু গন্ধবহ (৮)
আনন্দ উৎফুল্ল মনে সেবন করিবা ।

(২৬)

“অদূরেই স্বর্গধাম ; উর্কে মেঘাভিরাম ;
দেখ দৃশ্য নীচে তব কিবা শোভাময় !
ভরু গুল্ম লতাভরা সুবিশাল বনুধরা
যেন শ্রাব শরাখামি হেন মনে হয় ।

(২৭)

“এ সংসার কুদ্রতম, তাহার কি আছে ভ্রম ?
বেখানে চলেছি যাই চল এবে সত্তরে ;
চিরশান্তি সুখময় নিত্যানন্দ নিরাময়
সে ধাম ; এখন, বৎস, তাই ভাব অন্তরে ।

ইতি ভূদেব-নির্কীর্ণ কাব্যে
“সংসার ও স্বর্গ” নামক
দ্বিতীয় সর্গ ।

(৭) গরোদ—মেঘ । (৮) গন্ধবহ=বায়ু ।

তৃতীয় সর্গ ।
প্রবৃত্তিমাৰ্গ কথন ।
(অযোধ্যা ও চিতোর) ।



(১—১২) গঙ্গাদেবীর বিলুপ্ত গৌরব অযোধ্যা ও রামচন্দ্রের
কর্ণমল্ল্য বর্ণনা । (১৩) বিক্যাচল দর্শন । (১৪-১৯) । চিতোরের উদয়
সিংহ, প্রতাপসিংহ, পদ্মিনী, কর্ণবতী প্রভৃতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ ;
(২০—২২) ও কর্ণভূমি ভারতের পুরুষার্থ সাধনের প্রতিপাদন এবং
ভূদেবের প্রবৃত্তি প্রশংসা ।

[১]

“অনিত্য সংসার ধাম—অনিশ্চিত পরিণাম !”

জাহ্নবী আনন্দময়ী বলিছে তখন,—

“পার্শ্বি ব বিষয় যত দেখায় ত্বণের মত

ত্রীরামের কর্ণমল্ল্য করিলে অরণ ॥

[২]

“অই যে স্থলীলকায় বনভূমি দেখা যায়

অযোধ্যা নগরী সেই রামনিকেতন ;

অভূত মানবলীলা যেইখানে প্রকাশলা

স্বয়ং সদয় হয়ে সত্য সনাতন !

তৃতীয় সর্গ ।

(৩)

“রক্ষিবারে জনগণে জনমিয়া যেইখানে .
সমূলে নিশ্চূল করি নিশাচরচয়,
দম্মা-অবতার হরি শ্রীরাম রাবণ-অরি
প্রকাশিলা ধর্মপথ পবিত্রতাময় ।

(৪)

“শৈশবে অকুতোভয়ে যিনি দৃঢ় ব্রত লয়ে
ঋষিদের তপোবিন্ন করিতে সংহার,
তপস্তার অন্তরায় বধি বক্ষ তাড়কায়
বিপুল বিক্রম ভবে করিলা বিস্তার ।

(৫)

“গোতমী পাষাণী ছিল পুনরায় উদ্ধারিল .
চরণ কমল রেণু পরশে যাহার,
সহস্রাকলোভনীয় পূর্বমূর্তি রমণীয়
পেয়ে পূর্ব-সৌভাগ্যের বলে আপনার

(৬)

“হর ধনু ভাঙ্গ যত্নে পণপ্রাপ্তকথারত্রে
সমুদ্রে মস্থনে লব্ধ কমলাসমান,
গুরু আজ্ঞা না পাইয়ে সহসা অগ্রণী হ’য়ে
অনিচ্ছ হইলা যিনি করিতে আদান !

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৭)

“হুঁকত্র কুলনাশে ভার্গবেব কার্য্যশেষে—

সংযত ক্ষত্রিয় হস্তে পৃথিবী পালন—

প্রতিষ্ঠিয়া পুনরায়, রাখি বর্ণাশ্রম তায়,

রাম রাজ্য আদর্শের করিলা স্থচন ।

(৮)

“দারুণ বিমাতৃ বাণী পালন করিয়া যিনি

জনকে গৌরব ভক্তি করি প্রদর্শন,

পরিয়া বকুলবাস, গেলা চলি বনবাস,

তাজিয়া আপন রাজ্য লোষ্টের মতন ॥

(৯)

“থাকিতে বাঁহার সনে,—কি ভবনে কিবা বনে—

প্রেমময়া উন্মিলায় করিলা হতাপ,

লক্ষ্মণ অগ্রজ রত হয়ে যার অনুগত

ব্রাহ্মভক্তিপরাকাষ্ঠী করিলা প্রকাশ ।

(১০)

“কোথা রাম দেব-অংশ, সূর্য্যবংশ-অবতংস !

কোথা বা গুহকরাজ নিষাদ-সন্তান ,

উচ্চ জানিয়াই মনে সমাদরে আলিঙ্গনে

বাড়াইয়াছিলা যিনি ভক্তের ৭মান !

তৃতীয় সর্গ ।

(১১)

“দাদা ফিরে চল ঘরে—বলিলে কাতর স্বরে

ভরতে বলিলা যিনি বিমল ভারতী ; (১)

গোমুখীর (২) মুখ হতে অনর্গল পাতালেতে

ছুটিল পবিত্র ধারে যেন ভাগীরথী ।

(১২)

“কোথা সেই গুণধাম বিক্রমকেশরী রাম

কোথা ব' লক্ষণ ভ্রাতৃভক্তিপ্রবণ ।

সে কোশলপুরে, হায়, ক'জন দেখিতে পায়,

তাদের চরণ চিহ্ন পৃথিবী-পাবন ?

(১৩)

“অহো কিবা শোভাময়, যেন মেঘমালাচর

মনোরম বিদ্যাচল অই দেখা যায় !

আঁচলে চোখের জল মুছি দুঃখে অবিরল

বিরাজ করেন বিদ্যাবাসিনী (৩) যথায়।

(১৪)

“তাহার অদূরদেশে চিতোরে বীরের বেশে

প্রতাপসিংহেরে দেখ ক্ষত্রকুলরবি,

(১) ভাবতী—বাক্য। (২) গোমুখী—পদ্মার উৎপত্তি স্থান
(৩) বিদ্যাবাসিনী—দেবী। (৪) ইন্দ্র—কাষ্ঠাদি (৫) উদয় ও
প্রতাপসিংহের কথা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রতাপের রণকৌশল,
সাহসিকতা ও উৎসাহ এবং উদয়সিংহের ভীরতা ও বুদ্ধিবিমুখতা
সকলেই জানেন।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

যবন-ইক্কনে (৪) তাপ দিগ্নে দর্পে যে প্রতাপ (৫)

মুদৈছে নয়ন রাখি কালপটে ছবি !

(১৫)

“অবশ্য দুর্ভাগ্য বটে, সেইকাল চিত্রপটে

উদয়ের নাম চিহ্ন আছে এক পাশে,

হায়, যে নগরচয় ছিল নিত্য শোভাময়

অশিষশিবার (৬, ৭) রাব সেখানে দিবসে

(১৬)

“অহো কি দৈবের গতি—এখানে পদ্মিনী সতী

সতীত্ব সম্মান তরে হয়ে উন্মাদিনী,

আপন কোমল কায় হুতাশে [৮] আছতিপ্রায়

পরিশেষে প্রদানিলা সতী সীমন্তিনী !

(১৭)

“হা কষ্ট সে সব ভাবি—রাজস্থানে কন্দুদেবী

সুলাবণ্য বীর্য্যবতী করিলা মনন,

যবন শোণিত ধারে অবগাহি করিবারে

অবলার দুর্ব্বলতা কলঙ্কভঞ্জন ;

(৬) শিবা = শৃগাল । (৭) রাব = শব্দ । (৮) হুতাশ = অগ্নি

তৃতীয় সর্গ ।

(১৮)

“যবন কলঙ্ক কালী পাছে যশে দেয় কালী
সেই ভয়ে কর্ণাবতী এই পুণ্যভূমে, (১)
সখীজন সঙ্গে করি আরোহিণী বহিতরী
বৈকুণ্ঠে চলিলা লভি পুণ্য পরিণামে ।

(১৯)

“দিনে দিনে অতি দীন এখন সে শোভাহীন
চিতোর দেখিয়া ছঃখ হয় না কি মনে ?
স্মরিলে পূর্বের কথা মোর বড় হয় ব্যাথা
অবিরল ধারে জল বহে ছনয়নে !

(২০)

“এ ভারত কৰ্মভূমি [২] কত বা দেখিবে তুমি ?
কর্মের গৌরব, বৎস, এখানেই যত ;
প্রবৃত্তিনিবৃত্তিময় [৩] পুরুষার্থ [৪] চতুষ্টয়
ভারতের কাছেইত শিখেছে জগত ।

(১) পদ্মিনী, কৰ্মদেবী ও কর্ণাবতীর কথাপ্রসঙ্গে “রাজস্থান”
দ্রষ্টব্য ।

(২) ভারত কৰ্মভূমি এবং তদভিন্ন অত্মদেশ ভোগভূমি বলিয়া
নির্দিষ্ট আছে । (৩) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিময়ঃ—ধর্ম কতকগুলি করণীয় ও
কতকগুলি বর্জনীয় । (৪) পুরুষার্থ = ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(২১)

“বর্ণাশ্রম নিবন্ধন পুরুষার্থ প্রয়োজন

সে সব শিথিয়ে তুমি শিথিয়েছ সবে,

আত্মা কিছা পরিবার সমাজ বা সদাচার (৫)

শিথিয়েছ সংসারের সার বস্তু ভবে ।

(২২)

“তোমারি কল্যাণে পরে এ দেশের রত্নাকরে

পরিপক্ক কত রত্ন কালে কালে ফলিবে;-

থাকুক সে সব কথা—চলনা যাইব তথা ;

রত্নাকর মাঝে অই রক্ষোরত্নে হেরিতে ॥

—00—

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে “প্রবৃত্তিমার্গ কথন”

নামক তৃতীয় সর্গ ॥

—::—

(৫) ভূদেব-প্রণীত বিবিধ পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ
দ্রষ্টব্য ।

চতুর্থ সর্গ।

নিবৃত্তিমার্গবর্ণন।

(লক্ষা ও রাবণ)



(১—১৭) লক্ষাপুরীর বর্ণনা—শিল্পিদেবের অপূর্ব কৌশল। (১৮—
৩৩) রাবণের ঐশ্বর্য ও ধ্বংস বর্ণনা। (৩৪—৩৫) জগতের অনিত্যত
প্রতিপাদন ও নিবৃত্তির আংশসমুপাঙ্গন।

[১]

গভীর স্নেহের বাণী, বলে মাতা মন্দাকিনী ;

পুলকিত শুনি পুত্র ভূদেব তখন।

আবার জাহ্নবী মাতা গাহিয়া নিবৃত্তি-গাথা (১)

ধীরে ধীরে পুত্ররত্নে বলিলা বচনঃ—

[২]

“সুদূরে বারিধি মাঝে সাজিত সুরম্য সাজে

দেবারি রাক্ষসপুরী ত্রিদিবসমান (২) ;

স্রোতে মৃতদেহপ্রায় অই দেখ দেখা যায়

কৰ্কর (৩) কণকলক্ষা যেন ভাসমান।

(১) নিবৃত্তিগাথা = পাপ হইতে নিবৃত্তি-বোধক উদাহরণ।

(২) ত্রিদিব-স্বর্গ। (৩) কৰ্কর—রাক্ষস।

ভূদেব-নির্বাক ।

[৩]

“অই নীল পারাবার (৪) ছকুল বসন তার,
ফেনপুঞ্জ কাঞ্চী (৫) শোভা করিত বর্ধন ;
বিজয়কেতনকর (৭) তুলি নভে নিরন্তর
শক্র-অভিযান যেন করিত বারণ ।

[৪]

ছিল রক্ষঃ কুলরবি সুনীলজলদছবি
নির্জিহ্ন কারিয়া নিজ বিপক্ষনিকরে, (৭)
স্বরণে সমর-দক্ষ লতি বশ যেই রক্ষ
সুরেন্দ্র লক্ষ্মীরো কেশ আকর্ষণ করে ।

[৫]

তথায় সমুদ্রকূলে আসি মন-কুতূহলে
ধনুকরে রক্ষ স্তত ধনুর্ধরগণ,
নিরন্তর শরজালে রোধি সৌরকরজালে (৮)
করিত অকালমেঘে আচ্ছন্ন গগন ।

[৬]

হয়ে গৃহ বাহির্ভূত তথা নৈকষেয়-স্তত (৯)
বীরদর্পে—ঘনযুক্ত বিভাঙ্গর সম,
শরপাতে নিরবধি জলধির স্রোত রোধি
বিস্তার করিত নিজ বাহুর বিক্রম ।

[৪] পারাবার—সমুদ্র । [৫] ছকুল-পট্টবস্ত্র । কাঞ্চী-চন্দ্রহার ।
[৬] বিজয়কেতনকর—জয় পতাকারূপ বাহ । [৭] নিকর-সমূহ ।
[৮] সৌরকরজালে—সূর্য্যের কিরণমালাকে । [৯] নৈকষেয় স্তত-
রাশি, নিকষার পুঞ্জ ।

চতুর্থ সর্গ ।

[৭]

অলস্ত অনল-জ্বালা সূর্য্যকান্ত মণিমালা-
মণ্ডিত তোরণে লঙ্কা শোভিত তখন ;
উজ্জল মুকুতা হার পরি গলে অনিবার
রাজার মহিষা যেন নয়ন-রঞ্জন ।

[৮]

উজ্জল সটার ছটা পরিপাটী ঘনঘটা-
বিমণ্ডিতসিংহ দুটি তোরণের গায়,
ত্রিভুবন বীরগৰ্ব্ব হেলায় করিয়া খর্ব্ব
মুখের ভঙ্গিতে, সদা থাকিত তথায় ।

[৯]

“হলেও ত্রিলোক-পতি শিবমূর্ত্তি রক্ষপতি
স্থাপিলা তোরণে নিজ ; ভকতি বৎসল—
রক্ষ সীমন্তিনী (৩) যার মথি ভক্তি পারাবার
সেবিত কোমল-করে চরণ-কমল ;—

[১০]

যে চরণ অনুক্ষণ করি স্মৃথে বিলোকন
(৪) দোবারিকী ভদ্রকালী (৫) নুমুগুমালিনী,

(৩) সীমন্তিনী = স্ত্রী । (৪) দোবারিকী = দ্বাররক্ষিকা । ”

(৫) নুমুগুমালিনী = নরমস্তকের মালাধারিণী ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

বন্ধ হয়ে ভক্তিপাশে ছিল তথা চরবাসে
শঙ্করবিরহব্যথা মনে নাহি গণি ।

[১১]

বিশাল জলদ মত নগর গ্রহরা যত
দামিনা নিন্দিতা ছলে দশনবিত্তায়,
করি ভাম ঘননাদ (৭) পরাভবি ঘননাদ (৮)
নিরোধিত আপদেবো উদয় যথায় ।

(১২)

“করিয়া ত্রিলোক অয় ভূত্বগ্লে, গর্ভময়
সময় প্রাপ্তি পাক্ষে থাকিত তথায়,
রত্নরাজি বিমণ্ডিত, যুক্ত সাজ অসজ্জিত,
নবীন নীরদ কান্তি (১০) সেনা সমুদায় ।

(১৩)

“অসংখ্য তারকা দল-বিকাসনে সুবিমল
সুনীল দিগন্তবেশ করিয়া ধারণ,
বিরহিত মেঘ-আভা (১) বঞ্চিতকৌমুদী-শোভা (২)
নিশীথ গগনমূর্তি যেন অশোভন ।

(৬) দামিনী-সৌদামিনা ; বিদ্যাৎ । (৭) ঘন—গভীর ; (৮)
ঘন-মেঘ । [১০] নীরদ কান্তি—মেঘের আয় কৃষ্ণবর্ণ ।
[১] বিরহিতমেঘআভা—মেঘহীন । [২] বঞ্চিতকৌমুদী
শোভা—জ্যোৎস্নাহীন ।

চতুর্থ সর্গ ।

(১৪)

“শুভ্রবর্ণ-আস্তরণে সভাগৃহে যেইখানে
শোভিত রাজার মন্ত্রী পাত্র মিত্রগণ ;
সুবিমল সরোবরে সুষমা বিস্তার ক’রে
শোভে বিকসিত নীলকমল যেমন ।

(১৫)

“মনোরম সিংহাসনে সমাসীন দশাননে
দেখিয়া নয়ন ভ’রে পারিষদগণ—
বিরাজিত যেইখানে, উদয়-অচল পানে
সরোজপতিরে দেখি সরোজ যেমন ।

(১৬)

“লঙ্কার অদ্ভুত দৃশ্য, যাহে মুগ্ধ সর্কবিধ্ব,
কেমনে বর্ণিব কিবা শক্তি আমার ?
যে কবি কল্পনাবশে নন্দন কাননো পশে
তাহারো অগমা, দেখি কি বলিব আর !

(১৭)

“শিল্পীদেব (৩) নিজে আসি লয়ে নানা রত্নরাশি
কণকখচিত্তল (৪) রচিলা মন্দির,

শিল্পীদেব = বিধ্বংসী । [৪] কনকখচিত্তল = সুবর্ণমণ্ডিত [সোনার]
মেজে যুক্ত ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

অন্তরে রতনচয় হিমাবৃত হিমালয়

তুলনায় তার কাছে হয় নত-শির ।

(১৮)

“অনুকূল রামাকুল হয়ে যথা কামাকুল

তাজি অন্তে, সমাশ্রয় করে প্রিয়তমে ,

তাজিয়া বাসবে তথা, সদা তার অনুগতা

জয়লক্ষ্মী গৰ্ব্বময়ী ছিল ধরাধামে ।

(১৯)

“ত্রিলোকসৌন্দর্য্যাময় সংগ্রহিয়া রত্নচয়

সাঙাইলা স্বর্ণলক্ষা নিশাচররাজ,

গৌরনে আপন করে সোহাগে আদর ভরে

কান্ত যথা কান্তাদেহে দেয় নানা সাজ ।

(২০)

“সন্তান বধূর আশ পূরাইতে করি আশ

সন্তান-কুসুমরত্ন আনিলা যতনে ;

যাহে রক্ষকুলবতী শোভিলা বিলাসে অতি

প্রফুল্ল কমলকল্প নানা বিভূষণে ।

(২১)

“পুষ্পগন্ধি স্নানীতল সমীরণ অবিরল

রমণীর বস্ত্রাঞ্চল করি সঞ্চালন,

বহি মুহু মন্দরূপে করি স্তুতি রক্ষোভূপে

অন্তরে অনঙ্গতাব করিত দীপন

চতুর্থ সর্গ।

(২২)

“ইন্দ্রপ্রেমের নিগমন স্বর্গের অঙ্গরোগণ
বিষম বিরহব্যথা চাপি হৃদয়েতে,
রক্ষ-অঙ্কে অনিচ্ছায় পশিত সকলে হায়!
ভীতা নববধু যথা স্বামীর অঙ্কেতে।

(২৩)

“আলিঙ্গনে লুক্কমন ভীষণ রাক্ষসগণ
স্বরবালাগণে বলে করিলে হরণ,
হয়ে পূর্বশোভাহারা বহুকাল ছিল তারা
কন্নিবরবিদলিত পদ্মিনী যেমন।

(২৪)

“কুসুমকাননগেহে স্বরবরো শীর্ণদেহে
বাঞ্ছা হইয়া নিজ স্বর্গীয় শোভায়,
না লয়ে কুসুমদলে গলদশ্ৰমুক্তাকলে
গাঁথি মালা হুঃখে ভয়ে থাকিত তথায়।

(২৫)

“মন্দোদরী মনস্কাম পুরাতে মন্দারদাম
স্বর্গ হতে রক্ষোরাজে চল্লি আনি দিত ;
লয়ে সে ফুলের ডালা গাঁথিতে গাঁথিতে মালা
সুতপ্ত নিঃশ্বাসে তারে মলিন করিত।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(২৬)

“স্বর্ণলঙ্কা-চারিধার ব্যাপিয়া যে পারাবার
সুনীল সলিলধারা করিত ধারণ,
মৃদল তরঙ্গকরে রক্ষপাদ ধৌত ক’রে
মলিন বিবর্ণ এবে হুঃখের কারণ।

(২৭)

“নরের অমূল্য প্রাণ, তৃণ কেন করি জ্ঞান,
হরণ করিয়া তৃষ্ণ হ’ত তৃষ্ণ যম,
সেও এ রাবণালয়ে অশ্বত্থহারী (১) হয়ে
কাটাইত কাল ভুলি গৌরব বিক্রম।

(২৮)

“ধনেশ কবের এবে সভয়ে রাবণে সেবে
হারাইয়া নিজ স্বথ সৌভাগ্য সম্ভার ;
বশীভূত হলে ফণী তাহার মাথার মণি
ফণিধর (২) কভুও কি করে পরিহার (৩) ?

(২৯)

“উগ্রাতপ অংশুমান্ (৪) সভয়ে করিত দান
স্বথদ কিরণজাল রাবণ-নিলয়ে,

[১] অশ্বত্থহারী = ঘাসিয়াড়া ।

[২] ফণিধর = সাগুড়ে । [৩] পরিহার = পরিত্যাগ ।

[৪] উগ্রাতপ অংশুমান্ — তীক্ষ্ণকর স্বর্ঘ্য ।

চতুর্থ সর্গ ।

যার তেজ-তুলনায় পরাভূত হ'ত হয় !

মার্তণ্ডের চণ্ডতেজো নিদ্রাঘ সময়ে ।

(৩০)

“পূর্ণকল (২) শশধর বিতরি শীতল কর,

নিশার তিমির সদা কারত হরণ ;

না থাইয়া এককালে সঞ্চিত কোমুদাজালে

লভিত প্রমোদ অতি রক্ষপোরজন ।

(৩১)

“যার কোপ দৃষ্টিজালে পড়িয়াই পুরাকালে

পথের ভিখারী হল ঐবৎস রাজনু,

সেই দৃষ্ট শটৈশ্চর হইয়া রজকবর

রাবণ-রমণী-বজ্র করিত ঝালন ।

(৩২)

“হয়ে সদা গৰ্বময় করিল যে লোকজয়,

লঙ্কার জীবন-কল্প কোথা সে রাবণ ?

হলে রাজা হীনবল কেমনে থাকিবে, বল,

বল (৩) বুদ্ধি ইঞ্জিয়াদি অলুচরণ ?

[২] পূর্ণকল—যোলকলায় পরিপূর্ণ । [৩] বল—[দ্যর্থ] শক্তি ও নৈশ

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৩৩)

“দিনে দিনে সেইখানে শ্রীরামের তীক্ষ্ণবাণে
ছুর্কার কর্ণরকুল হইল নিশ্চূল ;
গোরব পতাকা তা’র কিছু না রহিল আর,
নামেই কেবল লঙ্কা থাকিল বিপুল ।

(৩৪)

“দেখি, বৎস গুণধাম, লঙ্কার এ পরিণাম,
ভববাস বাসনা কে না করে বর্জন,—
মানবের মন্মহানে সদা তীক্ষ্ণ শোকবাণে
দেয় ব্যথা, দেখায়ে যে নানা প্রলোভন ?

(৩৫)

“ক্ষণজন্মা তুমি * ভবে, আর কি দেখাব তবে ?
জগৎ অনিত্য ; তব, না ছিল সংশয় ;
থাকি এই ধরাপর যেই ফল লভে নর
শাস্ত্রমতে, দেখ এবে সেই সমুদয় ।”

—••—

হুতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে “নিবৃত্তি মার্গ বর্ণন”
নামক চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ ।
ধর্ম্মরাজপুরী গমন ।

—३४—

(১) গমনের উদ্দেশ্য (২—৪) যমপুরীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পস্থা । (৫—১০) বৈতরণীর পথ । (১১—১৬) বৈতরণী প্রভৃতির নানা বিষাদ দৃশ্য । (১৭—২৩) যমালয় ও পাপের শাস্তি ।

(১)

এত বলি পুত্র সনে
সেই যমনিকেতনে
যাইতে যাইতে দেবী বলিল। এতন,—
“আমাদের দেব দেহ
দেখি যদি পাপি কেহ
হয় মুক্ত, তাই যুক্ত (১) লাভের কারণ ।

(২)

“ভীষণ যাতনাময়
অই দেখ যমালয়
সন্মুখে স্মৃতপ্ত লৌহ পথ বিস্তার্মান্ ;
জলন্ত অনলরাশি
উগারিছে দিবানিশি
পাপীর হৃৎথের এই প্রথম সোপান ।

(১) যুক্ত—উপযুক্ত ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৩)

“দ্বিতীয় শরণ (২) হায়
অহ দেখ দেখা যায়
পাপীর রুধিরলিপ্তশঙ্কু (৩) সমাবৃত !
যেন ভীম রক্ষোগণ
করি দন্ত বিকাশন
আসিছে করিতে পান কবোষণ শোণিত ।

(৪)

যে পথের চারিধারে
জলে বহি ভীমাকারে
অই সে তৃতীয় পহা কর বিলোকন ;
পাপোত্তানবিহারিণী
যেন ছুঁই-নিতম্বিনী
পাপাত্মার পাপবাহু যে করে হরণ ।

(৫)

অই দেখ অতঃপর
সূর্য্যের প্রথর কর
সূচীসম করে বিদ্ধ পাপীর শরীরে ;

(২) শরণি (সরণি)—পথ । (৩) শঙ্কু—শলাকা ।

পঞ্চম সর্গ ।

নতুবা রুধিরপাত
কেন দেহে অকস্মাৎ
প্রশ্রবণপ্রায় যেন গিরিরাজশিরে ।

(৬)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে
তপ্ত হয়ে পরিতাপে,
জলবিনে ছায়াহীনে প্রেতসন্নিধানে ।
অই দেখ তুষাকুল
যত তৃষ্টি পাপিকুল
পাইতেছে মনোমারে তৃষ্টি অশ্রুপানে ।

(৭)

“দূরপথপবিশ্রমে
শুষ্কতালু হয়ে ক্রমে
রসহীন লোলজিহবা নিলোলিত করে,
উৎসুক হইয়া কেহ
দ্রববসা (৪) লিপ্তদেহ
লেহন করিছে তেথা ধবি পবস্পবে ।

(৪) বসা = চর্কি ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৮)

“ক্ষুধায় কাতর কেহ,
দেখ অতি শীর্ণ দেহ,
তব তারে ধরি মারে যমদূতগণ ;
শাস্তি-আশে কেহ, হাস !
পুন বহি মাঝে যায় ;
হেরি এ যাতনা হয় চৈতন্যহরণ !

(৯)

“হিমপাতে স্নশীতল,
দেখ পুনঃ কোন স্থল ;
উষ্ণত্ব আশায় পাপী যাইয়া তথায়,
তুষারসদৃশজনে
আলিঙ্গিয়া বিবসনে
ভ্রান্তোদিক ক্রেশ যেন পাইতেছে, হাস !

(১০)

মিলি সবে এই মতে
পাপকণ্টকিতপথে
বিষম ব্যথায়, হাস ! ভাসি নেত্রনীরে,
শীতল সলিল-আশে
চারিদিক হতে আসে
ভৃষাকুল পাপিকুল বৈতরণীতীরে । (২)

২। “বৈতরণী—“যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।” যম-
পুরীর দ্বারেই বৈতরণী নদী ; ইহার জল অতি উষ্ণ ।

পঞ্চম সর্গ ।

(১১)

“দেখি মায়াময়ী নদী
তপ্ত-তোয়া নিরবধি
হঠাৎ সকলে, দেখ, আকুল পরাণ ;
অলভ্যাভাভের ফলে
যতনে হতাশ হলে
যাতনায় কেনা বল হয় ত্রিয়মাণ ?

(১২)

সুগন্ধের ভ্রাণে হয় !
তৃপ্তি যেই নাসিকায়
দারুণতর্গন্ধে তায় করি বিদারণ,
অই দেখ পুষ্পশ্রোত
বহিতেছে ইতস্ততঃ
নরকে পাপীর কষ্ট হয় কি ভীষণ !

(১৩)

মনোজ্ঞপদার্থরাশি
যে নম্ননপথে আসি
অস্তরে বিম্বিত হয়ে করে তৃপ্তি দান,
সে পথে রুধির ধারা
প্রবেশিয়া জ্ঞানহারা
করিতেছে; কি ভীষণ পাপ পরিণাম !

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(১৪)

দেখি তটে মায়া-তরী
গিয়ে কাছে স্বরা করি
না পারি উঠিতে, ডুবি হইল আকুল ;
শুদ্ধ পর-উপকার
কেবল উদ্দেশ্য যার
তাহাও দৈবের বশে হয় প্রতিকূল !

(১৫)

বাড়বাগ্নিতপ্তদেহ
ক্রন্দন করিছে কেহ ;
কুন্তীরদংশনে অন্তে করিছে বোদন ;
মুচ্ছিত হইয়া হায় !
অই দেখ শবপ্রায়
ভাসিতেছে শত শত নারকি দুর্জনে !

(১৬)

বিবাদের দৃশ্য, হায় !
কতই না দেখা যায় ;
তোমাতে দেখাতে সব ভয় পাই মনে ;
হৃদয়-আদর্শপরে
এ ছঃখের ছায়া পড়ে
পূণ্যআরো ধৈর্য্যচ্যুতি হয় দরশনে ।

পঞ্চমঃসর্গ ।

(১৭)

“বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

এবে স্থির করি মন

চল যাই সবে মিলি কৃতান্তনিলয়ে ;

সংসারপরশে গাঢ়

হইয়াছে অপবিত্র ;

পবিত্র করিব হেরি তপনতনয়ে । (১)

(১৮)

“অই দেখ ধুমময়

দক্ষিণেই সমালয়—

পাপীর বিলাপ ধ্বনি যথা শুনা যায় ;

নিদয় কঠিনপ্রাণ

যমদণ্ড মুক্তিমান

পাপসংশোধন তরে বিরাজে তথায় ।

(১৯)

“গলে অস্থিমালাচয়

কোটরে নয়নদ্বয়,

[১] তপনতনয়—ধর্মরাজ, যম ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

অই বে ভীষণমূর্ত্তি দৌবারিকগণ, (২)

ভয়ঙ্কর বেশধারী

দাড়াইল পথছাড়ি,

আমাদের দিব্য দেহ করি বিলোকন ।

(২০)

“অন্তে না দিলেও বলে,

দেখ বৎস, এই স্থলে

দেখিলেই বমপুরী হেন মনে হয় ;

জিজ্ঞাসু হয়েও হায় !

যে ইহা দেখিতে যায়

নিমেষে ব্যাকুল হয় তাহারো হৃদয় ।

(২১)

“সম্মুখেই নরকের

হইতেছে আমাদের

নয়নগোচর অই তড়াগের তীর ;

দুরন্ত পাপিষ্ঠদের

জীর্ণ শীর্ণ শরীরের

প্রক্ষালিত পাপপঙ্কে কলুষিত-নার । (৩)

[২] দৌবারিক—ছারবান্ ।

[৩] কলুষিতনার—(বিণ) পঙ্কিলজলময় ।

পঞ্চম সর্গ ।

(২২)

“পুনঃ পুনঃ পাপাশন (৪)

দণ্ড বিষধরগণ (৫)

করিতেছে তাহাদিগে নিদ্র দংশন ;

বিলাপে বিষন্ন-মন

আসেওনা কোনজন

দয়াগুণগ্রহিণী, (৬) হায় কি ভীষণ !

(২৩)

“ভীষণ নরকধাম !

চল পাপ পরিণাম

পথে পথে যেতে যেতে দেখাইব এখানে ;

সর্বদশী মহাপ্রাণ

হ’লে তুমি আগুয়ান

বাইবে অভীষ্ট দেশে নিরমল পরাণে ।”

ইতি ভূদেব নিক্সাণ কাব্যে ধর্মরাজপুত্রাগমন নামক

পঞ্চমসর্গ ।



[৪] দণ্ড বিষধরগণ—শাস্তিরূপ সপসমূহ । [৫] পাপাশন = পাপভক্ষণ .

কারী [৬] দয়াগুণগ্রহিণী—দয়াকর রজু [অথবা উৎকর্ষ] দ্বারা বন্ধনকর্ম

ষষ্ঠ সর্গ ।

পাপপরিণামবোধন ।

(১) নরকের দুর্গতি (২—৫) বহুকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, শ্লেষ্মাকুণ্ড, ক্ষতকুণ্ড, অশ্রুকুণ্ড বর্ণন । [৭-১৩] পশুবধ, অথরা স্ত্রী, বিব প্ররোগ । বড়লীতে মাছধরা, নরহত্যা, গ্রামদাহ, পরনিন্দা প্রভৃতির শাস্তি কথন । (১৪-১৭) বারাক্ষণার পরিণাম বর্ণন । (১৮-২৫) মন্ত্যপারী, অবিচারী ও অত্যাচারী দিগেব শাস্তি বর্ণন । (২৬-২৭) ভূদেবের প্রতি গন্ধার প্রসঙ্গ ।

(১)

এইরূপে ভাগীরথী

নরকের কি দুর্গতি

যমরাজপুরী মাঝে করি দর্শন,

কি পাগের কি বে কল

বুঝাইতে সে সকল

আবার বলিলা দেবী করুণ বচনঃ—

(২)

“কি কষ্ট নরকে হয় !

পূর্ব দিকে দেখা যায়

বাক্যানলে বান্ধবের মনোব্যথা মিথৈ,

সাক্ষ্যসূচ্য রক্তবর

লোহের গোলকচর

মিলিছে ফেলিছে পাপী মুখে নিয়ে নিরে ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

(৩)

“কুখ্যাত কাতর জনে
সমানরে সম্ভাষণে
অলবিন্দুপর্য্যস্ত ও না দিলে মানব,
অনাহারে জঠরের
উদ্দীপিত অনলের
কুণ্ডে যেন ভোজনান্তে দগ্ধ হয় সব ।

(৪)

“উপাদেয় বস্তু পেয়ে
বন্ধুগণে প্রবক্ষিয়ে
থেকেছে বাহারা ভবে কুকুর সমান,
সেই সব পাপিগণ,
দেখ, হেথা অমুক্ণ
নিষ্ঠীবনপূর্ণকুণ্ডে করে স্লেয়া পান ।

(৫)

“পরদারগামী জন
দেখ এবে থিন্ন মন ;
অপবিত্র রেতঃপূর্ণকুণ্ডে মাঝে পড়ি,
ক্রিমিকীর্ণকলেবরে
শরীরে দিক্কার করে
বিহ্বল হইয়া হেথা যায় গড়াগড়ি ।

হৃদেব-নির্বাসন ।

(৬)

হরিভক্তি-রতনে
কুটিল কটাক্ষ-সনে
লাঞ্ছনা দিবার চেষ্টা করিত যাহারা,
তাহাদের রোষানলে
সুতপ্ত নয়ন জলে
পরিপূর্ণ হৃদে এবে পড়ি'ছ তাহারা ।

(৭)

যজ্ঞ বিনা পশু নাশে
রসনার তৃপ্তি-আশে
যে তৃপ্তি লভেছে নয় থাকিয়া সংসারে,
দেখ তাহা শত্রুরূপে
লালায়ন মজ্জকূপে
পীড়ন করিছে এবে সেই পাপাত্মারে ।

(৮)

মর্শ্মভেদী বাক্যবাণে
ব্যাথা দিলে পতি প্রাণে
মর্ত্যধামে ছিল যত প্রগল্ভা যুবতী,
সে বাক্য কণ্টক হায় !
কুটে এবে সর্বগায় ;
দেখ হেথা তাহাদের পাপপরিণতি !

বর্ত্ত সর্গ ।

(৯)

ভুবনে বড়িশে বধি
মৎস্ত-আদি নিরবধি
দেখ এবে সেই বধী, (১) বিদ্ধ বড়িশেতে
চকলাচপলা প্রায়
সুখ-আশে কেন, হায়,
ভেন দশা দেখা যায় মানবভাগ্যেতে !

(১০)

পরধনে লোভ করে
কিংবা অতি কোপভরে
ভূতলে বিনাশি নরে নরপতিগণ,
দেখ এ নরক মাঝে
কি কষ্টেই পড়ে আছে ;
নিহত বৃশ্চিক সেজে করিছে দংশন ;

(১১)

পর স্ত্রী নিতম্ব স্তনে
যাঙ্গরা কামার্ত্তমনে
সতৃষ্ণনয়নকোণে করে দরশন,

(১) বধী = বধকারী, হত্যাকারী ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

দেখ, এই কুণ্ডে পড়ি
যায় তারা গড়াগড়ি ;
আসিয়া বায়সে মরি দংশিছে নয়ন !

(১২)

গ্রামদাহকারী জনে,
দেখ, হেথা এইকণে
ক্লান্ত কিস্করগণে করিয়া বেষ্টন,
শত্ৰুঘাতে জোর ক'রে
গাত্র খণ্ড খণ্ড করে
সুপক কুশ্মাণ্ড যথা কবিরাজগণ ।

(১৩)

পরনিন্দা অকারণ
করি ভবে দুষ্ট জন
বিষবাক্যে দংশিয়াছে নির্দোষ মানবে,
দেখ, এবে সেই কথা
তাকেই দিতেছে বাধা
সুতীক্ষ্ণ সূচিকারূপে প্রতিকূল ভাবে ।

(১৪)

লইয়া মদন ব্রত
করি পূর্ণ মনোরথ
শিশাচী রমণী যারা থাকিত ভুবনে,—

ষষ্ঠ সর্গ

কি যজ্ঞের কি যে ফল
না ভাবিয়া সে সকল,
বুঝিয়া পরম সুখ তাই মনে মনে,
(১৫)

তাদের যৌবন শোভা
নাই আর মনোলোভা
দেখহ পিশঙ্গ রক্ষ ক্রিমিরম কেশ !
ভীম রোষ রক্ত কায়
ভুজঙ্গম সমুদয়
দ্বিতেছে সে নারীগণে যন্ত্রণা অশেষ ;
(১৬)

অঙ্গের লাবণ্য রাশি
কোথায় গিয়াছে ভাসি !
তিলমধ্যে তৈলবৎ নাহি আর স্থির ;
বম-তৈলিকের ভয়ে
বুঝি এই পাপালয়ে
পেষণের পূর্বেই তা হয়েছে বাহির ।
(১৭)

জেনেও দুর্দশা হেন
মল কামবাণে কেন
হতজ্ঞান হয়ে হয় পিশাচ অধম !

ভূদেব-জির্ব্বাপ ।

শিবকোপানলে, হার !

হইলেও দণ্ডকায়

তবু কি তোমার, মারু ! গেলনা বিক্রম ?

(১৮)

সুধাত্তাবি মধুপানে

যারা তুষ্টি লভি প্রাণে

শত্রুরূপী মিত্রমদে হইয়া উন্নদ,

হয়ে হত জ্ঞানবল

পশুবলে অবিরল

ঘটাইত পদে পদে:পরের বিপদ ।

(১৯)

কভুওঁবা মনে মনে

মাতা সূতা ভয়ীগণে

কামতৃপ্তিহেতু যা'রা ভাবিত উত্তম ;

হার তবে অত:পর

কিবা পাপ গুরুতর !

আছে কি ইহারো পর, সুরার বিক্রম ?

(২০)

দেখ সেই পাপীগুলি

মরার মাথার খুলি

লয়ে সদা মস্ত তুলি করিতেছে পান ;

ষষ্ঠ সর্গ ।

সকলনাশী কি পিপাসা
খায় গ্রাব বাড়ে আশা
“এ নে কি বিবম ত্বা দন্ধ কবে প্রাণ ।

(২১)

দেখি এ নবক ধাম,
পাপের কি পবিগাম
খুস্মিলে ত গুণধাম । তবু কি এখন
ভূ-সবাসনা হুম
নাহি গেল প্রিয়তম !
বসিয়া কহ মোব সংশয় ভঞ্জন ।

(২২)

এত বলি অশ্রু মুখে
জ্বলন্ত নাবকি দুঃখে
হুঃখিতা, ভূদেব মুখে চাহি এক দৃষ্টিতে ।
হিমা-সু সিক্তকাষ,
নিষ্কম্প-লভিকা প্রায়
দাঁড়াইয়া রহে তায় পুঞ্জিবাক্য শুনিতৈ ।
ইতি ভূদেবনির্বাক্যকাব্যে “পাপপবিগাম-
বোবন” নামক ষষ্ঠসর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তম সর্গ।

পত্নী-সম্মেলন।

১—৬ গঙ্গাদেবীর নিকট ভূদেবের অন্তরের কথা-উভয়ে-
ধর্মরাজ সদনে গমন ও অভির্থনা। ৩—৭ দেবীর ধর্ম
বকে সংবোধন। ৮—১৩ ধর্মরাজের প্রত্যুত্তর এবং
সকলের উত্তরাশ্রমে ভূদেবজায়ার সহিত সাক্ষাৎকার
১৪—২৬ সতীর সহিত ভূদেবের নানা সাংসারিক আলাপন
এবং গঙ্গাদেবীর নির্দেশ ক্রমে অমরাবতী প্রস্থান।

(১)

শুনিয়া এ সব কথা অন্তরে পাইয়া ব্যথা
বলিছে ভূদেব হুঃখে জাহ্নবী মাতারে :—
“সংসার কামনালাভ এবে মোর উন্মূলিতা;
পাপিব্যাথা ব্যথা দিল হৃদয় মাঝারে।”

(২)

ভূদেবের মুখে শুনি হেনবাণী সুরধুনী
সাদরে লইয়া কোলে সান্ত্বনা প্রদানে,
উপবেসি ধর্মাসনে পুণ্যদেহ ফুল্লমনে
বিরাজে কৃতান্ত যথা গেলা সেইখানে।

(৩)

আসন ছাড়িয়া সবে দাড়াইলে সগৌরবে
উজলি সকলে দেবী শরীর প্রভায়,
বহুমান পুরঃসর হইয়া বিনয়-পর
মুহু মুহু হাসি বলে ধর্মরাজায় :—

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৪) .

“যশস্বীর যশ লয়ে পুণ্যাত্মার পুণ্যচক্রে
একত্র করিয়া বিধি নির্মাণকুশল,
নিরমাণ করি তায় পাঠাইলা বসুধায়
আচারদেবের ত্রায় পবিত্র নিশ্চল ।

(৫)

“তথায় সুধীর মত করি কার্য্য নানামত .
লিপ্তনা হইয়া ভব বিষয় কদমে,
সংসারের দাবানল — বিশোধিত স্নবিমল —
হেমোপম, উপনীত এবে এ আশ্রমে ।

(৬) .

“পূর্বে নিজ ভাগ্যবলে এ পবিত্র পুণ্যস্থলে ;
আসিয়াছে পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী ;
কৃপাকরি এইক্ষণ কর দোহে সম্মেলন ,
বিচ্ছেদে উভয়ে দেখ নিরানন্দমতি ।”

(৭)

গঙ্গার গৌরব বশে সংসঙ্গ-আনন্দ-রসে .
ডুবিয়া তরপি-স্নত স্নখে অতঃপর,
অচিন্ত্য সম্পদরাশি পাইয়া বিস্ময়ে ভাসি ,
সবিনয়ে নব্রভাষে করিলা উত্তর :—

সপ্তম: সর্গ।:

(৮)

“পালিয়া নিয়তি গতি অ্যমিই এখানে ষতি !
অনুগত ভৃত্য প্রায়, বিধির বিধানে,
সুচরিত্রা দেবী সমা সেই সাধরী নিরুপমা:
সতীরে রেখেছি আনি উত্তর-আশ্রমে ;

(৯)

“দাস দাসী রত্ন-ধন পূর্ব গেতে অনুক্ষণ ।
খাকিয়াও তর্পাশ্বনী নিজমতিমায়,
ভূদেব পূজন ব্রত পালে আজো অবিরত,
সর্বত্র ভূদেবে দে'খে বিভুর কৃপায় ॥

(১০)

“তাহার কমল মুখে দেখি পূর্ব শান্তি অঞ্চে,
ভানুদয়ে বিভাসিত, সরোজে গেমন,
পাপি ব্যথা বিলোকনে নিয়ত বিকল মনে,
আমারো ক্ষণিক শান্তি হ'ক এইক্ষণ ।”

(১১)

বলিতে বলিতে তেন পথ প্রশর্শিয়া যেন,
চলিলা কৃতান্তরাজ কুতু'লে আগে ;
ধরিলেও মর্ত্যকায়, মূর্তিমান্ হর্ষপ্রায়,
চলিলা ভূদেব বন-গঙ্গা-যথাভাগে ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।।

(১২)

যম গেহ সুশোভন : করি ক্রমে বিলোকন ,
সংসারের নানা কথা করি অলোচন ,
সেই সাধ্বী ভক্তিমতী আনন্দ-উৎফুল্ল-মতি
সতীব সদনে : আগে করিলা গমন ।

(১৩)

তখন ভূদেবজয়া , জ্যোতির্বিভূষিত কয়া ,
বসারে আসন পরে সতী পতিব্রতা ,
পূর্ব্ব স্মৃতি নিবন্ধনে . স্মরি পূর্ব্ববন্ধুগণে
জিজ্ঞাসে, পাতরে, ধীরে, কুশল, বারতা :—

(১৪)

“পবিত্র প্রশান্তমতি , মিতভাষী মৃদুগতি ,
দ্বিতীয় মূর্ত্তি যেন, তর সুশোভন ,
জীবন সর্ব্বস্ব মম . সেই পুত্র, প্রিয়তম :
আছেত কুশলে, তথা ‘গোবিন্দ’ এখন ?

(১৫)

“দেশভক্ত অচতুর . বলিরাণী সুমধুর ,
বন্ধুজন মন ঘেয়া করিত হরণ ,
‘মুকুন্দ’ সে প্রাণোপম সর্ব্ব কার্য্য দক্ষতম ,
সতত সুখে ত কাল করিছে যাপন ?

৫৩

(১৬)

“শরীরিণী স্নেহলতা মূর্ত্তিমতী কোমলতা
 . কিংবা দয়াময়ী মূর্ত্তি ছিল যে তোমার,
 শিবগেহ বিশোভিনী. যথা শিবসৌমন্তিনী;
 শিব সহ প্রিয়াত্মজা আছে ত আমার ?

(১৭)

“মধুর মুরতি বার হাসি সম চপলার
 উদ্ভাসিত অঙ্গো মম মানস-আকাশে,
 বালিকা “বিজয়া” নামে এবে ত সে ধরাধামে;
 হইতেছে বিবদ্ধিতা স্বামীর সকাশে ?

(১৮)

“মিষ্টয়ই তাহারা সবে এত কাল পরে ভবে;
 পুত্র কন্যাগণে এবে হইয়া বেষ্টিত,
 প্রেমবন্ধে পরস্পর হয়ে বদ্ধ নিরন্তর
 প্রীতির পবিত্র-উৎসে হইছে স্নানিত .”

(১৯)

রমণীর হেন বাণী শুনিয়া বিস্ময় মানি
 নির্লিপ্ত ভূদেবদেব বলিলা তখন :—
 “ভ্রপোহনিলে” উদ্ভাসিত ব্রহ্মশিখা আচ্ছাদিত,
 কদিতে কি পারি কভু মায়া-আবরণ ?

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(২০)

“ ‘গোবিন্দ’ ‘মুকুন্দ’ নামে অতদ্বয় ধরাধামে
একবৃন্তে বিকসিত যেন ছটা ফুল,
সুযশঃ সৌরভরাশি নানা ভাবে পরকাশি
সতত মানবগণে করিছে আকুল ।

(২১)

“সময়ে গোবিন্দজায়া সুবিমল স্নিগ্ধকায়া
বটু রাম ভবদেবে করিলা প্রসব ;
সদা চারু চন্দ্রিকায় চন্দ্রকান্তি মণি প্রায়,
পবিত্র পিতার মন করে তারা দ্রব ।

(২২)

“মুকুন্দ পত্নীও পরে প্রথমে প্রসব করে
অপরূপ দেবরূপা সুরূপা কল্যায়,
শ্রীশশিভূষণালয়ে আছয়ে সে বধু হয়ে,
গণদেব আদি তিন লতিয়া ভ্রাতায় ।

(২৩)

“পুত্র কল্যাণে লয়ে পতি পরিবৃত্তা হয়ে
প্রথমা তনয়া তব নিরাকুল মনে,
শিবময় গেহাশ্রমে থাকি স্বীয় শক্তিক্রমে
পালন করিছে সদা দীন দুঃখি জনে;

সপ্তম সর্গ।

(২৪)

“স্থখে তুখে ধরাতলে সজলদনভঃস্থলে
প্রকাশিয়া সদা চারু চিত্রভাস্কর,
কহা তব কনৌয়সী, যেন সুরালয়ে বসি,
সুরেশ্বরমণী আছে স্থখে নিরন্তর ।

(২৫)

“তাহাদের এইক্ষণ যত আশু-পরিজন
সকলেই স্থখে কাঁল হরিয়া তথায়,
সুপবিত্র সদাচার পূণ্য ক্রিয়া অনিবার
করিতেছে, নহে কিছু স্বর্গ-কামনায় ;”

(২৬)

আশিষি সকলে পরে ধরি দেব পত্নী কঁরৈ
কৃতান্ত সংকৃত হয়ে পূর্ণ মনোবথেতে,
সন্তী সহ দ্রুতগতি চলিলা অমরাবতী
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নির্দেশিত পথেতে ।

ইতি ভূদেব-নির্বাণ কাব্যে—

“ক্ষত্ৰীশম্বেকন” নামক

সপ্তম সর্গ ।

—————(৪)—————

অষ্টম সর্গ ।

দিবোপস্থান ।

(১—৩) নানা রমণীয় ধাম দর্শন । (৩—১৬)
নবগ্রহ রাশির সংস্থান ও ধ্রুবলোক দর্শন । (১৭—২১)
ত্যালোকের বিচিত্রভাব বর্ণন । (২২—২৯) দেবতা-
গণের অভিনন্দন ও গঙ্গার প্রত্যাবর্তন ।

(১)

যাইতে যাইতে শেষে নিরখিয়া সর্বিশেষে
গৃহরাশি অবস্থান আকাশ মাঝারে,
নভঃস্থিত সে সবার বিবরণ কি প্রকার
জিজ্ঞাসিলা ক্রমে দৌহে জাহ্নবী মাতারে ।

(২)

বলে দেবী-এইবার স্মৃতিরে বসুধা আর
ক্ষুদ্রত্ব কারণে যেন না হয় গোচর,
যথা তব নেত্র হতে যায় পৃথ্বী সেইমতে
নিশ্চয় অন্তর হতে হয়েছে অন্তর । (১)

(৩)

অই দেখ বিরোচন (২) রক্তবর্ণ স্নগোভন
দিগন্তে প্রসারি নিজ কর (৩) অগণন,
সাদরে বদন বাসে (১) উঠাইয়া মৃদু ভাসে
করিতেছে দিগাঙ্গনা বদন চুশন ।

(১) অন্তর=দূরবর্তী, (২) বিরোচন=স্বর্ঘ্য
(৩) কর=(১) কিরণ ; (২) বাহ ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৪)

সেই পাপ তাপরাশি নিবারিতে অভিলষী
অধাসিদ্ধ চক্রমায় করিছে গাহন (২)

পীযুষ সংস্পর্শ যার দেহমানি কোথা তার ?
নিজেই সে পরতাগ করয়ে কালন ।

(৫)

অষ্ট দেখ মনোহর হিমকান্তি স্বধাক্ত
কীরোদ সিদ্ধুর নীরে ধৌত কলেবর । (৩)
নিরমল সৌম্যকায় (৪) দেখি চন্দ্রকান্ত যার
স্বীয় শিরোমণিক্রপ করেম আদর ।

(৬)

পীযুষ শীতল করে নিজেও সে যত নরে
স্নিগ্ধ করে যেন সব সখা আপনার ;
হিংসা ঘেষ বিবর্জিত সাধুর পবিত্র চিত ,
দেব্যাজন (৫) কি প্রকারে সম্ভবে তাহার ?

(৭)

যখন অবনী তলে ছিলে বৎস ! নভঃস্থলে
অদূরে মঙ্গল গ্রহ ছিল তোমাদের ;
এখন নিকটে এবে শত সৌদামিনী তেজে
বিরাজিছে বিকাসিয়া শোভা আকাশের ।

(১)

অষ্টম সর্গ ।

(৮)

রক্তবর্ণ এই ধাম ; দ্রুম কঙ্ক বস্ত্রদাম (৬)

স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ হেথা সবাকার ;

দোহি বুঝি বসুধায় নিরমিলা সমুদায়

প্রতিমূর্ত রক্তভাগে (৭) বিধাতা ইহার ।

(৯)

নিজগুণে নিরস্তর মানবের হিতকর

অই দেখে বুধ শ্রাম সৌম্য দরশন ;

মহাকূলে মহাজন জন্মে সদা সুলক্ষণ

নির্দিত কভুও নাহি হয় কদাচন ।

(১০)

পণ্ডিত মণ্ডলালয় স্ববর্ণের বর্ণময়

অই যে দেখিছ গ্রহ বৃহস্পতি নামে,

প্রথমেই এ নিলয়ে ভাষা পরিষ্কৃত হয়ে

ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে ধরাধামে ।

(১) বাস=বস্ত্র, বদন বাস=অবগুষ্ঠন, ঘোষটা ।

(২) সূর্য্য নিজের কিরণে চক্রেতে ভেজোময় করে
বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে । (৩) কলেরর=শরীর ।

(৪) সৌম্যকায়=মনোজ্ঞ শরীর ; সুন্দর । (৫)

দ্বৈযাজন=শক্র । (৬) দাম=সমূহ । (৭) প্রতিমূর্ত
রক্তভাগে=রক্তিম অংশ দ্বারা ।

ভূদেব-নির্বাক ।

[১১]

পাদ প্রক্ষালন জলে ইহারি মিশিয়া ছলে
হেমবিন্দু নিপতিত হয় বসুধায় ;
হায় ! মূঢ় মর্ত্যনর বহুমান পুরঃসর
তাহাই লভিতে চায় ধন লালসায় ।

[১২]

ঐ দেখ অশ্বস্থলে আছে শুক্র নভস্তলে
তপস্তার পুঞ্জীভূত ফলরাশি প্রায়,
কবিত্বের প্রভাসারে নিরমিলা বিবি যারে,
সুয়ারি নিযুক্ত যার চরণ সেবায় ।

[১৩]

অই প্রভাকর পরে আছে অর্ধ কলেবরে
গণেশের মুণ্ডহারী নীরদ বরণ ;
পরম্বর হরিয়া হায় ! সে কলঙ্কে কৃষ্ণকায় ,
অথবা কি ঘনীভূত সূর্যোর কিরণ !

[১৪]

‘গণদেব মুণ্ডহর’ এই কলঙ্কের পর
সুফল দিলেও নানা অত্যাতি তাহার ;
সুকর্মের যশ আর কভু কি সম্ভবে তার,
কুকর্মের কলঙ্ক হয় প্রকাশ যাহার ।

অষ্টম সর্গ ।

[১৫]

অই যে বিবাজমান . অমঙ্গল মূর্তিমান
মস্তক বিহীন গ্রহ, কেতু নাম তার ;
সজ্জনের পদবীতে আসিলেও কোন মতে
ছৰ্জ্জন কি ছরাঅতা করে পরিহার ?

[১৬]

দেখিলেত বিধাতার পরাকাষ্ঠা দক্ষতার
অন্তরীক্ষে গ্রহরাশি সংস্থান ব্যাপার ?
ভাবিলেও একবার এ সকল চমৎকার
হৃদয় মরভু স্নিগ্ধ হয় পাপাত্মার ।

[১৭]

অই বৎস প্রাণোপম । সুখময় মনোরম
জনকের অক্ষচ্যুত ধ্রুবের আশ্রয়—
'ঐশ্বর্যলোক' যার নাম ; জননী হলেও বাম
তাঁহার পরম বাক্য উন্নতির পথ ।

[১৮]

বহুলোক ফেলি দূরে এসেছি স্বরগপুরে ;
অদূরে অমরাবতী হেন মনে হয় ;
মন্দার সুগন্ধ বায় স্নিগ্ধ করিতেছে কায় ;
অপার আনন্দে তাই উৎফুল্ল হয়

অষ্টম সর্গ

[২৭]

স্নেহ প্রেম চিরদিন কিংবা মৈত্রী স্বার্থহীন,
এই সব ধনে ধনৌ যত দেবগণ ;
বিহারের যোগ্য আর অথ বাহা আছে, তাব
সবেই সমান শক্তি করয়ে ধারণ।

[২৮]

সুধাস্বাদী দেব প্রাণে ক্ষুধা ক্লেশ নাহি জানে ;
দরিদ্রতা স্বর্গ হতে গেছে পলাইয়া ;
হিংসা ক্রোধ রাগ ঘেন শত্রুতার নাহি লেশ
কোন দেশে সব যেন গিয়াছে চলিয়া ।

[২৯]

দুঃখহীন সুখধাম নিত্যানন্দ অভিরাম
প্রবেশিয়া দেখে তব যত বন্ধু সকলে ;
কিন্তু দেখো চির তরে রহিও না এ নগরে,
যাই আমি নিজপুরে ; থাক দোহে কুশলে ।

ইতি ভূদেব নির্ঝাণ কাব্যে

দিবোপস্থান নামক

অষ্টম সর্গ ।

নবম সর্গ ।

ইক্ষাভিনন্দন ।

(১-২) ইন্দ্রের সমীপে গমন ও তাঁহার অভ্যর্থনা ।
(৩—২৫) ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিদিবের সুখ শান্তির মহিমা কীৰ্ত্তন । (২৬) স্বর্গে চির অবস্থান জ্ঞাত ইন্দ্রের অনুরোধ । (২৭—৩০) ভূদেবের প্রত্যুত্তর ও ইন্দ্রের অনুরোধের প্রত্যাখ্যান । (৩১—৩৩) ইন্দ্রের সন্তোষ ও ব্রহ্মলোকের পথ প্রদর্শন ।

(১)

গঙ্গার এহেন বাণী (১) দম্পতি (২) হৃদয়ে মানি
স্বর স্ববাক্যনাগঃ হইয়া বেষ্টিত,
প্রবেশিয়া স্বরপুরে প্রথমই নাতি দূরে (৩)
হইলা ইন্দ্রের দ্বারে দৌহে উপনীত ।

(২)

দেখি উভে আচম্বিত (৪) স্বরপুরে উপনীত—
সুরেন্দ্র আনন্দ বশে ছাড়িয়া আসন,
সসম্মম সমাদরে তোষিলা যতন করে
সংশ্র নয়নে যেন করি নিরীক্ষণ ।

[৩]

বিশ্রাম লভিলে পরে ইন্দ্রদেব উভয়েরে
বুঝাইলা ধীরে ধীরে ত্রিদিব মহিমা ;
“এখানে নাহিক সুখ, আছে হেথা সেই সুখ
কি আর বলিব বেশী নাহি তার সীমা ।

(১) বাণী=বাক্য । (২) দম্পতি=জামা + পতি
ভূদেব ও তাঁহার পত্নী । (৩) নাতিদূরে=অনতিদূরে
নিকটে । (৪) আচম্বিত=হঠাৎ ।

ভূদেব-নির্বাক ।

[৪]

তমিস্র (৫) করিয়া নাশ হয়ে চির সুপ্রকাশ
আছে হেথা তমোনাশ (৬) সম্ভাপ না দিয়ে
স্থানের মাহাত্ম্য বলে তীক্ষ্ণ (৭) ও তীক্ষ্ণতা ফেলে
আছে অতি-মূহুভাবে এ দেব নিলয়ে ।

[৫]

দাক্ষণ ভূগন্ধ দুবে রাখিয়া এ সুরপুবে
সুরভি (৮) শীতল মন্দ মূহল পবন,
সুচির প্রণয় পাশে দেবগণে স্বর্ণবাসে
আলিঙ্গন করে যেন বান্ধব আপন ।

[৬]

মলিনতা নাহি হেথা ; দেখনা দেখিবে কোথাঃ
দেবদেহ দেবগেহ(৯) সকলি নিশ্চল ;
হেথাকার দেবচয় পিপাসা কাতর নয়,
সুখস্পর্শ বলি শুধু আছে হেথা জল ।

(৫) তমিস্র = অন্ধকার । (৬) তমোনাশ = সূর্য্য ।
(৭) তীক্ষ্ণ = তীক্ষ্ণবস্তু অর্থাৎ সূর্য্য ; (৮) সুরভি =
সুগন্ধ । (৯) গেহ = গৃহ ।

নবম সর্গ ।

[৭]

শোভা হেথা অবিনাশী . প্রত্যেক বস্তুতে আসি
নূতন নূতন তৃপ্তি দেয় প্রতি দিন ;
যেখানেই দেবগণ করে দৃষ্টি নিপাতন
প্রিয়াক্ষে পতির মত হয়ে যায় লীন ॥

[৮]

উজ্জলি ত্রিদশালয় (১) পায় শোভা শোভাময়
দহন(২) দাহিকা শক্তি না করে ধারণ ।
দোষ রাশি পরিহরি শুদ্ধ গুণমাত্র ধরি
যত বস্তু সুরকর্ম করে সম্পাদন ।

[৯]

বদিও দেবতাচয় বিভিন্ন আকৃতিময়
কেহ কিন্তু কম নয় ; সকলি সমান ।
প্রত্যেকের নিক্রপম রূপরাশি মনোরম
দেবত্ব ব্যঞ্জক—দেখি তুষ্ঠ হয় প্রাণ ।

[১০]

অম্বরে(৩) অমরগণ করে সুখে বিচরণ
বথেচ্ছ, সমীর(৪) মার্গে কিংবা অংশুপথে (৫)
তাই তাহাদের মন শরীরকে কদাচন
অতিক্রম করিতে না পারে কোন মতে ।

(১) ত্রিদশ = দেব, ত্রিদশালয় = স্বর্গ । (২) দহন
= অগ্নি । (৩) অম্বরে = আকাশে । (৪) সমীর—
বায়ু । (৫) অংশু = কিরণ ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ

[১১]

আত্মজ্ঞানে হস্মে হারা স্নকর্ম্ম সজ্জায় তারা
এধামে নিষ্কাম ভাবে ভ্রমিয়া বেড়ায় ;
তৃপ্তি না লভিয়া ভোগে একে ছাড়ি অনুরোধে(৬)
বিষয়-ব্যাসক্ত নর কভু নাহি যায় ।

[১২]

রম্য বস্তু অশোভন দেবতাগণের মন
পরস্ব(৭) শঙ্কায় নাহি করে আকর্ষণ ;
কেবল তৃপ্তির ছলে শুদ্ধ সমীপস্থ হলে
রূপ পুষ্পাজলি জনে দেয় উপায়ন ।

[১৩]

লস্মে মণি প্রভাসার সামগ্রী ভাণ্ডার তার
মনে মনে দেবগণে নিরমিলা বিধি ;
তাই দীপ্ত ছাতিময় বিবেকী দেবতা চর ;
কার্য্যে কারণে গুণ রহে নিরবধি ।

[১৪]

অই দেখ মণিময় মণ্ডপে কি শোভাচয়,
নগ্ননরঞ্জন বেশে সুরবালাগণ ।
বিলাস সজীত তানে কিবা তৃপ্তি দেয় প্রাণে
শ্রবণে কি সুধা ধারা করে না বমন !

(৬) অনুরোধে=অপর কোন বিষয়ে, একে=
এক বিষয় । (৭) পরস্ব=পরধন ।

নবম সর্গ ।

[১৫]

“সুরম্য নন্দন বন কর অই দরশন
মন্মথও মুগ্ধ হয়ে বুঝি লজ্জা পায়,
মথি কাম মনস্কাম লভিলা মন্মথ নাম
সেই মথনের ফল সকলি হেথায় ।

[১৬]

“বিটপাঙ্গে (১) পরকাশি প্রফুল্ল প্রস্থন রাশি
বিহঙ্গ কুঞ্জন রূপ মন্দ মন্দ ভাবে,
সেই শোভা নিরখিতে ডাকিতেছে চারিভিতে ;
নিজে দেখি নিজ শোভা তুষ্টি কার আসে !

[১৭]

হৃদয়ে রতনচয় আছে নানা বর্ণময়
লঘুতা পরোপকারে হইবে কেমনে ?
তাই দেব নিকেতন করি তৃপ্তি সম্পাদন
নিজগুণে তোষে সদা সমাগত জনে ।

[১৮]

অই দেশ বিরাজিত . রত্নরাজি বিমণ্ডিত
সুকোমল শিলাপথ আছেয়ে সম্মুখে ;
তাই এ নন্দন বনে চারিধারে ফুল মনে
ভ্রমণ করিব মোরা এবে মহাসুখে ।

(১) বিটপ=বৃক্ষ ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ

[১৯]

দেখ সে পথের 'পরে • বৃক্ষ রাঙ্জি পরে পরে
দোলিয়া সুগন্ধ মন্দ শীতল পবনে,
প্রণমিছে ভক্তি ভরে প্রসাবিয়া শাখা করে
অতিথি মোদের যেন তোষি সম্ভাষণ ।

[২০]

আনন্দে উৎফুল্ল কায় তাই বুঝি দেখা যায়—
কুসুম স্তবক মালা ধরি অগ্রকরে (২).
মধুলোভী অলিগণে পাইয়া গুঞ্জন স্বনে
করিতেছে আমাদের স্তব সমাদরে ।

[২১]

অবাধ বায়ুর মত দেব বিহঙ্গম যত
অবাধ সঞ্চারে তৃপ্ত সুধাস্বাদ ফলে ;
তাদের বদন হতে পড়িতেছে নানা মতে
সুখরাশি অবিরল সঙ্গীতের ছলে ।

[২২]

দেখেছ প্রস্থন দাম ধরাধামে অতিরাম
হইত মলিন নিত্য দিবা অবসানে ;
দেব কিংবা বস্তুচর সদা প্রফুল্লভাসর ;
পরিণামে ম্লানভাব নাহিকো এখানে ।

(৩) অগ্রকরে=হাতে ।

নবম সর্গ ।

[২৩]

করি পূর্ণ মনস্কাম আছেয়ে সন্তান (৩) দাম
সমৃদ্ধ সন্তান কল্প, আজ্ঞাধীন হয়ে,
অভাবে কবি নাশ * হইয়াছে সুপ্রকাশ
সন্তাব সতত হেথা সকল বিষয়ে !

[২৪]

হেন স্থখে পরিণামে এই রমণীয় ধামে
করহ মনের স্থখে চিরকাল বাস ;
হেথা বস্তু সমুদয় তোমার ইন্দ্রিয় চর
তোষিয়া, প্রমোদ তব ককক বিকাশ ।”

[২৫]

ইন্দ্রের বচন শুনি জিতেন্দ্রিয় গুণমণি
উত্তরে ভূদেব দেব বলিলা নিশ্চয় :—
অন্তর্দর্শী আপনার বাক্যচয় অনিবার
অবশ্যই শিরোধার্য্য কি আর সংশয় ।

[২৬]

লভি ভবে মনোমত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যত
আর তৃপ্তি সাধনার মন নাহি যায় ।
চির শান্তি যাতে হয় তাই এবে মহোদয়
বিধান করহ মোর এসেছি হেথায় ।

(৩) সন্তান=দেব বৃক্ষ ।

ভূদেব নিকর্ষণ ।

[২৭]

শুনেছি নহুয রাজ বড়ই পাইলা লাজ
পুণ্যবলে সুরেন্দ্রের লতি পুণ্যদেশ ;
সুখ ভোগে করি ক্ষয় নিজ পূর্ব পুণ্যচয়,
আবার ভুঞ্জিলা শেষে দুর্গতির শেষ ।

[২৮]

তুমিও ত বহুবীর দৈত্যদের অত্যাচার
সহিয়া অশেষ ক্লেশে হইয়াছ পার ;
তাই তব প্রার্থনায় যদি মন নাহি যায়
দয়া করি করো ক্ষমা বান্ধব আমার ।

[২৯]

শুনি তার হেন বাণী হৃদয়ের ভাব জানি
আনন্দিত হয়ে মনে ইন্দ্র দেবপতি,
সংসারে আসক্তি হীন সেই ভোগ-উদাসীন
প্রিয়তম অতিথিরে বলিলা ভারতী :—

[৩০]

কর্মময়ে কর্মফল সমর্পিয়া অবিরল
করি কর্ম ভারতের পেয়ে কর্মভূমি,
নর যেই কর্মপাশে হয় বদ্ধ ভববাসে
সেই কর্মে চিরমুক্ত হইয়াছ তুমি ।

নবম সর্গ

[৩১]

তাই ব্রহ্ম দরশন চিত্তে তব আবিষ্করণ ;
আতিথোর সম্ভাষণ ব্রণাণ্ড আশ্রয় :
বৈরাগ্য পীযুষ ধারে • তৃপ্তি নাহি, ব্রণা তারে
সুধার আশ্বাস ; অথ কি বাদ্যব আশ্রয় ?

[৩২]

ষাণ্ড পূর্ণ মনোরথে সম্ভব উত্তর পথে
পিতামহে প্রণমিয়া ইষ্টসিদ্ধি লভিবে ;
ভব্য পথ স্রোতোভন অঙ্কুর সমীপে
চিত্তের প্রসন্ন ভাব সদা তব রাখিবে ।

ইতি ভূদেব-নির্বাণ কাব্যে

“হস্তাভিনন্দন” নামক

নবম সর্গ ।



দশম সর্গ ।

ব্রহ্ম সন্দর্শন ।

(১—৩) সঙ্গীক ভূদেবের ব্রহ্মলোকে প্রস্থান (৪—১৫) পুণ্যপথের সৌষ্ঠব ও কীর্তিকথা বর্ণনা (১৬) ব্রহ্মার সমীপে গমন ও দর্শন । (১৭—২৬) ব্রহ্মার সান্নিধ্য আহ্বান ও নিজের আশ্রমে অবস্থানেরজ্ঞ অল্পরোধ । (২৭—৩০) প্রত্যুত্তরচ্ছলে ভূদেবের প্রত্যাখ্যানমূলক নিবেদন । (৩১—৩৩) পরিতুষ্ট ব্রহ্মার ভূদেবকে পরমার্থসাধন ওঙ্কার মন্ত্র প্রদান ও বিষ্ণুলোকে গমনের উপদেশ ।

(১)

নরদেব দেবনাথে পুঞ্জিয়া পত্নীর সাথে
অগন্ধ মন্দার বায়ে স্নিগ্ধ করি মন,
ব্রহ্মার আশ্রম পদে যাবে বলি নিরাপদে
চলিতে লাগিলা পথ লতি সুশোভন ।

(২)

পুণ্যপথে পুণ্যক্ষণে চলিলে নিষ্পাপ মনে
পাপের কণাও স্পর্শ করিল না তায় ;
অজ্ঞান সুপথে চলি গেলে বা কেমনে বলি
কলঙ্ক-কালিমা তারে পরশিবে গায় ।

দশম সর্গ ।

(৩)

অনায়াসে দিব্যপথে • উঠি দ্রুত মনোরথে
বিনা অঙ্গ-সঞ্চালনে হয়ে আগুয়ান,
উপেক্ষা করিয়া যেন, ভাবে মনে হয় হেন,
পশ্চিম শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পজাত যান ,

(৪)

যাইতে যাইতে পরে পত্নীরে যতন করে
দেখাইলা সে পথের সৌষ্ঠব সম্ভার ;
বলিতে লাগিলা তথা যত পুণ্য কীৰ্ত্তি কথা ,
পূর্ব হতে যেন সব জানা আপনার :—

(৫)

ব্রহ্মমুখে সুবিমল উঠিয়া বড়বানল
আবার পশিছে তথা, দেখ, প্রতিদিন ;
ধরিত্রীর জলরাশি যথা সৌরকরে আসি
পূর্বমেঘে একেবারে হয়ে যায় লীন । •

(৬)

সেইরূপ পুণ্যময় যতেক তপস্বিচয়
যায় প্রভাময় পথে বিধির সদনে ;
ভ্রমোরাশি করি নাশ হয়ে চির সুপ্রকাশ
ভ্রজোরাশি মিলাইয়া যায় তেজসনে ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ ।

(৭)

“না জানি কি পুণ্যফলে, আমরাও ধরাতলে,
বঞ্চ বহুকাল, দেবি ! লভি দিব্যকায়,
জন্মে ছিঁছু দার মুখে চল এবে বাই স্মৃথে
তাঁহারই সমীপে শীঘ্র লভিতে তাহার ।

(৮)

“অদূর্ব্বই মনোহর অই দেগ ব্রহ্ম সর
শোভিতেছে সুবিনয় কমল শোভায় ;
অতি মনোহর অংশে ভ্রমিছে পাণ্ডুরী পাশে,
অথবা প্রণব শঙ্ক দিতেছি কি ভায় !

(৯)

তীর্থে রাজহংস মালা বহুকাল করি খেলা,
পঙ্কপুট প্রসারিয়া লভিছে বিশ্রাম ;
থাকি থাকি কলনাদে পরস্পর বিসংবাদে
শোভিছে সুন্দর, যেন খেতপদ্ম দাশ ।

(১০)

অই দেখ, দুঃখমনে পরিবৃত্ত হংসগণে
বসিয়া কমলাসন কমল-আসনে,
শোভিছেন মনোহর করি গোভা সরোবর
চারিদিকে শরীরের জ্যোতি-বিকীরণে ।

দশম সর্গ ।

[১১]

“তাম্রতল শোভা ক’বে আছে কমণ্ডলু করে
অক্ষুট কমল প্রায় ভব বীজাধার ;
কি নিত্য পরম শোভা, দেখে দোব, মনোলোভা-
জলবিনা স্নলজের সুষমা সম্ভার !

[১২]

“কুশে করি তথা হাত সেই বীজ নানা মতে
লয়ে, যিনি নিত্য নিত্য নূতন নূতন,
সৃজিছেন নানাধাম, নয়নর অভিরাম
অসংখ্য নাগর শৈল সরোজ শোভন ।

[১৩]

“ভবেব মঙ্গল আশে আনিয়া তাহার পাশে
তারি শরীর হতে লাভয়া উদ্ভব,
অদূরে সপ্তর্ষিগণ নিষ্কলঙ্ক দেহ মন
চারিদিকে বিধাতার করিতেছে স্তব ।

[১৪.]

“ইনিই চতুরানন হেরি স্থির কর মন,
ভারতের বেদবাণী যিনি অভিরাম,
ছারিকূপে চারিমুখে প্রকাশিলা মনসুখে
রক্তপদ্ম মাঝে যেন স্বেত পদ্মদাম ।

হৃদেব নির্ব্বাণ ।

[১৫]

“চলশীঘ্র স্নলোচনে ! বাইয়া কমলাসনে
প্রসন্ন করিব স্তবে ভক্তি সহকারে ।
স্তবেতে সন্তুষ্ট হয়ে কৃপাচক্ষে নিরখিয়ে
তাদৃশ মহান্, দেবি, কিনা দিতে পারে ?”

[১৬]

অতঃপর ছইজনে স বিনয়ে ফুল্লমনে
কৃতাজ্জলি হয়ে গেলা ব্রহ্মার সদনে ;
করি তাঁর বিনোদন দিব্যরূপ দরশন
হইলা অধীর-অঙ্গে আনন্দে মগন ।

[১৭]

“এসহে ভূদেব, তুমি গিয়ে সে স-নার ভূমি
সংসার করেছ জয় ; দেখিয়া তোমায়,
অপার আনন্দ আজ পাইলাম নররাজ !
সহস্রাতি দেখি মম পরাণ জুড়ায় ।

[১৮]

“হ্রস্ব দৈবের গতি ! কলির শাসনে যতি !
যাহারা সংসারে যায় পাপমুক্তি আশে,
একি হ্রদৃষ্ট হয় ! কষ্টই তাহারা পায়;
বদ্ধ হয়ে অহ্রস্ব সংসারের পাশে ।

দশম সর্গ ।

[১৯]

“এখন সংসার মাঝে তেমন রাজা কি আছে
ধর্ম শিক্ষা দিয়ে রাজ্য যে করে পালন ;
হায় তাকি হবে আর পাপের অভাবে যার
দণ্ডনীতি বুঝা রাজ্যে হইবে চলন !

[২০]

তেমন কি পুরোহিত হবে আর প্রজাহিত-
কামনায় করিবে যে সতত চিন্তন ?
দিয়ে জ্ঞান-উপদেশ উন্নত করিয়া দেশ
অজ্ঞানের জ্ঞান-নেত্র করিবে মীলন ?

[২১]

“আর কি হইবে হায় ! তপোনিষ্ঠ শুদ্ধকার
বশিষ্ঠ বায়ীকি ব্যাস সংসারে উদয় ?
কে করিবে সাম গান যজ্ঞে বা আহুতি দান,
যজ্ঞাহুতি সনে বিয়্য কে করিবে ক্ষয় ?

[২২]

“আছে কি সে তপোবন . গিয়ে থথা জ্ঞানিজন
সংসারের ছঃখানলে হইয়া তাপিত,
একমনে একধানে সেই পরমাত্মজ্ঞানে
শমদম শিথিবেক স্মৃথে অবিরত ?

ভূদেব-নির্ব্বাণ

[২৬]

"হৃষ্কতি বড়বানল- বিষয়োন্মি-সু প্রবঙ্গ,
কুটিলতা-জালকীর্ণ, অহুস্তর অতি,
সেই ভব-পারাবার সহজে হয়েছ পার
ধন্য হে ভূদেব ! তুমি লভেছ সুগতি !

[২৪]

"প্রফুল্ল কমলদল- বিশোভিত সুবিমল
বেদধ্বনি-অঙ্ককারি কল হংসগণে
পরিপূর্ণ মমালয় ; যদি তব ইচ্ছা হয়
হও তৃপ্ত বীণাবাদী অমৃত নিশ্বনে ।

[২৫]

নানা স্বরে নানা মতে সপ্তর্ষি বদন হতে
বাহিরিয়া স্তমধুর বচন সন্তার,
কটুক্তিতে অতিশয় সংসারে বিরক্তিময়
শ্রবণে পীযুষ (১) ধারা ঢালিবে তোমার !

[২৬]

"শান্তিময় মনোরম সুপবিত্র এ আশ্রম
থাকি সে সপ্তর্ষি সনে স্মৃথে এইবার,
সার করি সামগান পরিতৃপ্ত কর প্রাণ ;
এ সামের তুলনায় সূধা কোন ছার !"

দশম সর্গ ।

(২৭)

এতবলি স্মৃশোভন থামিলে চতুরানন.
উদার বিনয় নম্র বলিয়া বচন,
সাদরে সম্ভাষ করি চাপলতা পরিহরি
শুধীর ভূদেব দেব कहিলা তখন—

[২৮]

“ওহে দেব দয়াময়, বলিলে যে বাক্যচয়
সে সব তোমারই যোগ্য নাহিকো সংশয়,
তোমার সমীপে রয়ে স্নেহেতে পালিত হয়ে
যে জন বসতি করে, কিসে তার ভয় ?

[২৯]

“তবু যদি চতুর্শুখ, লভিয়া ক্ষণিক সুখ
থাকি হেথা মূৰ্খশ্রায় না করি বিচার ;
যে ভবাক্ষি [২] হয়ে পার এসেছি তোমার দ্বার
আবারো বা সেই সিন্ধু [৩] হতে হয় পার ।

[৩০]

“তাই, দেব দয়ানিধি, কৃপা করি কর বিধি,
বিধান-পণ্ডিত, মম চিরশাস্তিতরে ;
সংসার গহন[৪] বনে বৃথা ভ্রমি থিগ্নমনে
অন্তর থাকিতে ইচ্ছা না হয় অন্তরে ।”

[১] পৌষ—অমৃত, [২] ভবাক্ষি—সংসারসমুদ্র,
[৩] সেই সিন্ধু—সংসার সমুদ্র, [৪] গহন—নিবিড়

ভূদেব নির্বাক ।

[৩১]

করি হেন আকিঞ্চন সবিনয় নিবেদন,
উত্তর আশায়, দেব, আঁখি ছল ছল,
প্রভাতের স্নিগ্ধকায় প্রফুল্ল কমলপ্রায়,
নিরখিলা বিধাতার বদনমণ্ডল ।

[৩২]

সেইভাবে পুলকিত বিরিকি [৫] প্রসন্নচিত
সরোজের সরোজপতি, যেন আশ্বাসিয়া,
বলিলা বচনসার হিত স্নিগ্ধ সুধাধার
প্রেমাবেশে দর দর বিগলিতহিয়া ;—

[৩৩]

“লও বৎস, এই বার মম হৃদয়ের সার—
অমোঘ ওঙ্কার-মন্ত্র পরমার্থসাধনে ;
করি তাই জপ গান- উপেন্দ্রের বহুমান- (৭)
অনায়াসে যাবে চলি তব ইষ্ট ভবনে ।”

° ইতি ভূদেবনির্বাককাব্যে ‘ব্রহ্মসন্দর্শন’
নামক দশম সর্গ । :

[৫] বিরিকি—ব্রহ্মা, (৭) বহুমান—সাদর সম্ভাষণ ।

একাদশ সর্গ

বিষ্ণু সন্তোষণ ।

(১—৬) সপত্নীক ভূদেবের বিষ্ণুলোকে গমন ও (৪—১২) বিষ্ণুর
স্তব গান । (১৩—২১) বিষ্ণুর কুশল প্রশ্ন ও বৈকুণ্ঠে অবস্থানের
অনুদোধ । (২২—২৬) ভূদেবের প্রত্যুত্তর । (২৭—২৮)
বৈবুৰ্ণনাথের নিকট শক্তিমান শঙ্করের সেবা ও নিঃসঙ্কোচে
শিবলোকে গমনের জন্য উপদেশ প্রাপ্তি ।

(১)

এইরূপে পত্নীসনে

পূজিয়া কমলাসনে

গৃহীত ওঙ্কার-মন্ত্র স্মরি অনিবার,

সাধু প্রদর্শিত পথে (১)

স্তপ্রকুল মনোরথে

বৈকুণ্ঠে চলিলা দেব ভূদেব আবার ।

(২)

শুনিয়া ওঙ্কার-নাদ,

পাছে ঘটে পরমাদ,

জয় ও বিজয়(২) দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়ায় ;

কি জানি কি মহাজনে

প্রতিকূল-আচরণে

যদি বা আবার শেষে প্রমাদ ঘটায় ।

(১)* সাধু প্রদর্শিত—নিজের জ্ঞানালোকে সম্যক্ উদ্ভাসিত ।

মনোরথে—মনোরূপ রথে ; বৈকুণ্ঠে সজ্জনের অব্যবহৃত দ্বার :

(২) জয় ও বিজয়—বিষ্ণু লোকের দৌবারিক ; দ্বাররক্ষী ।

ভূদেব নিকৰ্ণ

(৩)

বিমুক্ততোরণ গেহে (৩)

পরে প্রবেশিয়া দোহে

সহজে লভিলা সেই বিষ্ণুদৰ্শন ;

বিষ্ণুবাণী সুপ্রবল

অক্কে যথা যষ্টি বল,

ভূদেবের মনোবাণী করিলা পূরণ ।

(৪)

‘হে কেশব ত্রিবিক্রম ! (৪)

ধরি কায় স্মৃতম

সজ্জিবারে এই বিশ্ব অপূৰ্ব কোশল,

ধরার হইলে নাশ,

ছিলে চির সুপ্রকাশ

প্রলয় পয়োধিভূলে তুমিই কেবল ।

(৫)

‘স্বনাভিকমল’পরে

উদ্ধৃত সে সুরবরে, (৫)

সজ্জিবারে স্তবে তুষ্ট হয়ে অনাৰ্দ্দন ;

(৩) বিমুক্ততোরণ গেহে—যে গৃহের বহির্দ্বার খোলা হইয়াছে ।

বিষ্ণুবাণী—বিষ্ণু দৰ্শনের প্রবল ইচ্ছা ।

(৪) ত্রিবিক্রম—বামনাবতारे ত্রিপাদপ্রক্ষেপকালে বিষ্ণুর নাম ।

(৫) সুরবরে—সুরজ্যোষ্ঠ বিধাতারে ।

একাদশ সর্গ ।

তুমিহিত অনায়াসে

মধু ও কৈটভ নাশে (৬)

নাশিলা এ জগতের অরাতি হুর্জনা

(৬)

“বরাহের রূপ ধরি

• অবলীলাক্রমে, হরি,

মগপ্রায় ধরিত্রীরে ধরিলা আপনি ;

তোমার দয়াই যেন,

বুঝি মনে হয় হেন,

রক্ষিলা শূকররূপে দুর্গত ধরণী । (৬)

(৭)

“মানব এ ধরাতে

যদি মোরে যায় ভুলে,

বিপদে পড়িবে বৃথা অর্থ চিন্তা করি;

তাই তুমি তত্ত্বময়

রক্ষিলা সে বেদতর

ঐলয় পয়োধিজলে মীনরূপ ধরি ।

(৮)

“তুমিই জগতজনে

পালিতেছ দয়া ধনে

(৬) মধু ও কৈটভ—দৈত্যদ্বয় । (৬) দুর্গত—বিপন্ন, ধবংশোদ্ভূত ।

ভূদেব নির্বাণ ।

যুগে যুগে হীনতনু (৭) করিয়া ধারণ ।

দীন দুঃখী ভেদ নাই

সদাই দেখিতে পাই

তোমার পালনক্রিয়া সর্বত্র শোভন ।

(৯)

“মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে (৮) র’য়ে

তুমিই কিরণচয়ে

করহ এ ধরিত্রীর সলিল শোষণ ;

সেই শোষণের ফলে।

সুসৃষ্টি বসুধাতলে

সুফল প্রদান করে, দেব নারায়ণ !

(১০)

“তোমারি প্রভায় ভাসি

শশাঙ্কের জ্যোৎস্না রাশি (১)

প্রেমে বিগলিত হয়ে, শিতা পুড়ে প্রায়,

হাত বুলাইয়া করে

জ্বালাময় স্নিগ্ধকরে

গত জনেরে করে সদা স্নিগ্ধকায় । (২)

(৭) হীনতনু—মৎসাদি অবতার । (৮) মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য; সূর্য্যের
তাপশোষণে বৃষ্টির উদ্ভব প্রসিদ্ধ ; প্রচুর শস্ত্রাদি লোকরক্ষার কারণ
(১) শশাঙ্কের জ্যোৎস্না—চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে ; সূর্য্যের
কিরণ অনুপ্রবিষ্ট হইলে ইহা তেজোময় হয় ।

একাদশ সর্গ ।

(১১)

“শুভ্রমালা শোভে গলে
লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য ছিলে
উদ্ভাসিত নীলকান্তি তব কাস্তকায় ;
শ্বেতহংসমালাময় (৩)
বিহ্যতের বিভাচয়
মণ্ডিত জ্বলদ যেন,—প্রণাম তোমায় !

(১২)

“করিয়া অধর্ষনাশ
কর ধর্ম্ম পরকাশ
ছুইকের দমনে সদা শিষ্টের পালনে,
তুমি দেব দয়াময় !
সেই সত্ব গুণাশ্রয়, (৪)
অসংখ্য প্রণাম তব রাতুল চরণে ।”

(১৩)

বিনয়ে প্রণত তারে ;
দেখি পত্নী সহকারে
সংসার হইতে স্থখে আগত তখন,

(২] করে—(১) হস্তে ; (২) ফিরণে ; (৩) করিয়া থাকে ।

(৩) শ্বেতহংস—বর্ষাকালে শ্বেত হংসমালা আকাশপথে মানস-
সরোবরে গমন করে । বিভা—উজ্জল প্রভা ।

(৪) সত্ব—সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ । বিষ্ণু সত্বগুণের
আশ্রয় । গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ ও সত্যমূলক ।

ভূদেব নির্বাণ ।

সদৃষ্ট হইয়া স্তবে
অপূৰ্ণ নূতন ভাবে
লভিলা নূতন সুখ কীবৎস-লাঞ্ছন ।
(১৪)
ভূদেবে পাইয়া পাশে
বিষ্ণু স্নেহময় ভাষে
জিজ্ঞাসিলা প্রথমেই কুশলসন্তাষ ।
সর্বজ্ঞ হলেও তায়
সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়
সজ্জনের সদাচারি হইল প্রকাশ :
(১৫)
“কর, বৎস ! আগমন,
লজ্জার কি প্রয়োজন ?
আমার হলেও ইহা তোমারি ভবন ;
পরের গৃহও হলে
লভি নিজত্বপোবলে
নিজ গৃহ বলি ভাবে মহাজনগণ ।(৫)
(১৬)
“সদা ব্রহ্মতপোরত
দেখি তোমা সমাগত,
অস্তরে বড়ই শ্লাঘা (৬)হয়েছে আমার ;

(৫) মহাজন = মহাপুরুষ । ৬। শ্লাঘা = সন্তোষ ; গৌরব ।

একাদশ সর্গ

নহে তব পুণ্য ফলে
আমারো ভাগ্যেব বসে
লভিলু এ সাধুসঙ্গ ; কি বলিব আর ।

(১৭)

“তুমি চিরসত্যময়,
করি সত্য সমাশ্রয়—
ঘোষিয়া সত্যের ভয় ভূদেব, এখন—
করি যে সত্যের নাম
এসেছ বৈকুণ্ঠ ধাম,
সেই সত্য কর সার, সেবি অনুক্ষণ ।

(১৮)

“যদিও বা মনোঃমা
জগতে চঞ্চলা রমা (৭)
সজ্জনের সদা লক্ষ্মী (৮) করে না বিকাশ ;
কিন্তু চির লক্ষ্মীমতী (৯)
হয়ে হেথা লক্ষ্মী সতী
রম্যবস্ত্রদামে পূর্ণ করে অভিলাষ ।

৮। লক্ষ্মী = ঐশ্বর্য্য ; লক্ষ্মীমতী ঐশ্বর্য্যশালিনী। লক্ষ্মীসতী
লোকমাতা কমলা । দাম = সমূহ ।

ভূদেব নির্বাণ ।

(১৯)

বাবত না দেবগণ
করে সৃষ্টি সঞ্চালন
তাবতই তাদের রুদ্ধ রহে মনোরথ ;
একবার যদি তায়
নয়ন ফিরায়ে চায়,
কল্পতলগত হয় সমস্ত সম্পদ । (১)

(২০)

“সৃষ্টিলীলা, প্রিয়তম, (২)
অথবা সংহারক্রম—
কিছুই উৎকট ভাবে না আছে হেথায় ;
সতের সংহার আর,
সন্তাবনা কিংবা তার—(৩)
তাহা ? এখানে কভু নাহি দেখা যায় ।

(২১)

“তাই তুমি এই ক্ষণে
থাকহ উৎফুল্লমনে
সম রূপ মম স্মৃথ লভি এ আশ্রমে ,

[১] কল্পতলগত ইত্যাদি = দেবগণ ইচ্ছা করিলেই অভীষ্টলা
করিতে পারেন ।

২। সংহারক্রমবংশ বা = লয়ের প্রণালী । [৩] তার—লয়ের

একাদশ সর্গ

এখানে যাহারা রয়

কম সুখী কেহ নয় ;

আমি হতে কিছু ভিন্ন কেবল বিক্রমে” ।

(২২)

নিষগ্ন সমীপাসনে[৪]

• ভূদেবেরে পত্নীসনে

বলিয়া থামিলে হেন শ্রীত পীতাম্বর,

পূজাপূজাপরাধণ

দ্বিজবংশবিভূষণ

বন্দিয়া হিন্দীরানন্দে করিলা উভয় ;—(৫)

(২৩)

“নিজ গুণে দয়া করি

যে কথা বলিলে হয়ি

তোমাতেই শোভা পায় করুণা তেমন ;

তা না হলে কোন জন

করে মুখে সমর্পণ

সমাগত জনগণে, আশ্রম আপন ?

(২৪)

“মহতের দয়াধন

নিতান্তই সুশোভন,

নিঃশেষে পতিত হয় দীনহুঃখিজনে ;

(৪) নিষগ্ন = উপবিষ্ট । ৫ । হিন্দীরানন্দে = বিষ্ণুকে; হিন্দীরা = লক্ষ্মী

ভূদেব নির্বাক ।

যথা জলদের জল

বরিষায় অবিরল

পূর্ণ করে ধরাভুল অজস্র প্লাবনে (৬) ।

(২৫)

“হেথা আমি জানি বেশ

কিছু মাত্র নাহি ক্লেশ,

তথাপি তোমায়ে দেব করি নিবেদন ;

ধরাভুলে, দয়াময়,

লভি সুখ হুঃখময়,

সুখ হতে শাস্তি-আশে (৭) ধায় মোর মন ।

(২৬)

“বিতরিয়া দয়াধনে

তাই দেব ভক্তজনে

আমার অনন্তশাস্তি করহ বিধান ;

। ভবাদৃশ মহাজন চ)

প্রার্থীগণে অমুখণ

প্রার্থনার অনুরূপ করে অর্থদান (৯) ”

[৬] অজস্র প্লাবনে = প্রবল ও প্রচুর বৃষ্টিতে ।

[৭] সুখ শাস্তি = সুখ অস্থায়ীও হইতে পারে, কিন্তু শাস্তি চিরস্থায়ী
এই অভিপ্রায় । [৮] ভবাদৃশ আপনার মত ।

(৯) অর্থদান = অতীষ্ট পূরণ ।

একাদশ সর্গ ।

(২৭)

এইরূপ ভারতীতে

প্রসন্ন হইয়া চিতে

বলিলা দয়াত্ব দেব বাক্য স্মরণিতঃ—

“যাও শঙ্কা করি দূর

শিব শঙ্করের পুর,

‘বম্’ ‘বম্’ শব্দে দিগ্ করি মুখরিত । (১০)

[২৮]

“তোমার মানবভাব

করিবারে তিরোভাব [১১]

শক্তি আছে মাত্র সুখকর শঙ্করে ;

কৈবল্যপ্রয়াসী যারা [৬]

কায়মনোবাক্যে তারা

সেবা করে পরিণামে সেই চন্দ্রশেখরে [১৩]

ইতি ভূদেবনির্বাণকাব্যে “বিষ্ণু সন্তোষণ”

নামক একাদশ সর্গ ।

[১০] মুখরিত = নিনাদিত; মুখর = শব্দযুক্ত ।

[১১] করিবারে তিরোভাব = অপনয়ন না দূর করিতে ।

[১২] কৈবল্য = নির্বাণ । ১৩ । চন্দ্রশেখরে—মহাদেবে

দ্বাদশ সর্গ।

নির্ব্বাণ ।

১—৪। কৈলাসের পথ। ৫—৩০। দশমহাবিদ্যার পুরী ও
৩১—৩৬। নির্বাণপদে বিশ্বমূলে ভূতনাথ মহাদেবের বর্ণনা।
৪২—৪৫। শাস্তিধামে নির্বাণপ্রাপ্তি।

[১]

ভূদেব বিমলভ্রাতী[১] বিশ্বর ভারতী দূতী [২]

দেখাইয়া দিলে পথ, হয়ে হরষিত,

চলিলা কৈলাসধাম নয়নের অভিরাম

ব্যোম মার্গ বম্ শব্দে কবি নিনাদিত।

(২)

সেই 'বম্' 'বম' স্বন ঋতিচিহ্নবিমোহন

প্রতিশব্দে অগস্তীর হইলে গুহাম,

বিহঙ্গমাতঙ্গচয় কুরঙ্গের শব্দময়

দীর্ঘতর করি আরো গিরিরাজ গায়।

(৩)

যাইতে কৈলাসপথে ভূদেবের মন হতে

মোহ জাল ছিন্ন ভিন্ন হইল তখন ;

অরুণ(৩)গগন'পর হয় যদি অগ্রসর,

তক্ষি কেমনে সূর্য্যে করে আবরণ ?

(১)বিমলভ্রাতী (বিগ) = জ্যোতিষ্ময় ২। ভারতী দূতী = বাক্যকণ
পথপ্রদর্শক। (৩)অরুণ = সূর্য্যের সারথি, পূর্বাকাশে প্রভাত
কালীন রক্তবর্ণ।

দ্বাদশ সর্গ।

(৪)

ভবমায়া পরিতরি চলিলা সত্বর করি
লভিতে পরমঙ্গদ করিয়া নিশ্চয় ;
নিশ্চিত অর্থের(৪) আশে যায় লোক অনায়াসে
বজুর কাত্তার পথ করি সুখময়।

[৫]

প্রবেশমাত্রই আগে নিরখিলা দ্বারভাগে
কপালিনী [৫] কাটিকার ভীম নিকেতন ;
মা হয়েও একি জালা! সন্তানের মুণ্ডমালা
বরিছে নির্দয় ভাবে হৃদয়ে ধারণ !

(৬)

চরণ যুগল তলে পতিরে রাখিয়া ছলে
সন্তানে মারিয়া করি কর্ণের ভূষণ,—
বৃষ্টি সংসারের ফাঁদ গণি মনে পরমাদ
স্নেহ প্রেম উভয়েরে করিছে দলন।

(৭)

একে(৬) কেশপাশ ধ'বে দয়ে অসি(৭) অর্ন্ত করে
নাশিছে দয়ারে বেন সন্ততি আপন;

(৪) নিশ্চিত অর্থ = যে বস্তু নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। বজুর = উঁচু
নৌচু; নতোরত। কাত্তার = ক্ষেত্র, মাঠ। (৫) কপালিনী =
মুণ্ডমালাধারিণী। (৬) একে = এক করে। (৭) অসি = খড়্গ।

ভূদেব নির্বাণ ।

হায় ! হায় ! কি অদ্ভুত ! নিজবক্ষসমদ্ভুত;
ধরিত্রী করে কি ছিন্ন বিশাল ব্রততী ? (১)

(৮)

পেয়াপেয় (২)বিচারণ করে মন্দবুদ্ধি জন,
দেবী ত ভীষণ মূর্তি, করি রক্ত পান !
পরব্রহ্ম নিষ্ঠাপাশে(৩) কভু যুগা নাহি আসে ;
চকোরী সূর্যোর কাছে না কবে প্রয়াণ ।

(৯)

নবীনা ভীষণা নগ্না(৪) শব(৫) বাহু বিভূষণা
লজ্জাশীনা লজ্জা দান করিছে লজ্জায় ;
ব্রহ্মজ্ঞান-দাবানল(৬) জ্বলে যার সুপ্রবল,
কোথা তার ভেদবুদ্ধি লজ্জা বা কোথায় !

(১০)

কোথাও গোমাযুগণ(৭) ফুলমনে অহুঙ্কণ
কঙ্কাল-মণ্ডিত-স্থলে বসিয়া কেমন,

(১)ব্রততী=লতা । (২) পেয়াপেয় বিচারণ=কোনটী পের
(পানের বোগা) কোনটী বা অপের (পানের অবোগা)
এই বিবেচনা । (৩) নিষ্ঠা=ঐকান্তিক আস্থা । (৪) নগ্না=
উলঙ্গা, বস্ত্রহীনা । (৫)শব=মৃতদেহ । (৬) দাবানল=বনের
অগ্নি । (৭) গোমাযু=শৃগাল ।

দ্বাদশ সর্গ ।

ঘোররবে রক্তময় খাইতেছ মাংসচর

জগতের পরিণাম করিয়া স্থচন ।

(১১)

কোথাও ভ্রমিছে দূতী পাপমূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী

অতি জুগুপ্সিত(৮) কাছে ইতস্ততঃ ছুটে ;

অশ্বাদিয়া সূধাজ্ঞানে কভু তৃপ্তি লভি প্রাণে

মদ্য ও আমিষ সেবি কপালসংপুটে ।

(১২)

কোথাও বা চিতানল শিখাদীপ্ত সমজ্জল,

দেহমুক্ত দেহিগণে করিয়া যতন,

মুক্তি লক্ষ্মীলাভ তরে, তিমমুক্ত দিবাকরে

দেখাইছে পূর্বে যেন ত্রিদিব-ভবন (৯)

(১৩)

এ হেন ভীষণস্থানে তোষিয়া নির্ভয়প্রাণে

কালীরে ক্রীষ্ণুতি মস্ত্রে দ্বিধ্ব পুণ্যবান্-

নব্র ভাবে প্রণমিয়া প্রথম পরীক্ষা দিয়া

উত্তরিলা নির্বাণের প্রথম সোপান ।

(১৪)

পুণ্যবলে অভিরাম জয়করি সেই ধাম

পবিত্র নিম্নালা শিরে করিয়া ধারণ,

৮ । জুগুপ্সিত = নিন্দিত, ঘৃণাহ । কপালসংপুটে = মাথার খুলিতে ।

৯ । ত্রিদিব ভবন = স্বর্গরাজ্য ।

ভূদেব নিকর্বাণ ।

ভূদেব পবিত্রকায় দ্বিতীয়সোপানপ্রায়
উত্তরিল। মনোরম তারার সদন ।

(১৫)

অলস্ত শশানময় উৎফুল্ল পঙ্কজচয়
সলিল প্রাবিত ক্ষেত্রে, কি বিস্ময়কর !
জল অগ্নি অদ্বজের একাধারে মিলনের
কিছুই নাহিকে। হেথা বাধা পরম্পর ।

(১৬)

বশিষ্ঠ শাপের পার বিধুবীজ যোগ ক'রে (১)
উদ্ধৃত হৃদ্যার (২) মস্ত্রে অচিরে তখন ।
সংসার-সাগর তরি তারারে প্রসন্ন করি
চিরশান্তিতরে যায় শিবের সদন ।

(১৭)

রক্তোৎপলে মনোলোভা লোহিতপদ্মিনী শোভা
যেন সে ষোড়শী দেবী প্রবেশি তথায়,

-
- (১) তস্ত্রে কথিত আছে পুরাকালে বশিষ্ঠের শাপে এই বিদ্যা
নিফলা হইয়া যায় এবং পবে বিধুবীজ যোগ করায় মন্ত্রোদ্ধার হয় ।
১। হৃদ্যার—তারার বীজমন্ত্র । ৩। কামদা—অভীষ্টদায়িনী ।
১। মেরুমন্ত্র=ষোড়শী দেবীর বীজমন্ত্র । ২। প্রসাদ—অমৃতগ্রহ ।

দ্বাদশ সর্গ ।

ধনরত্ন সম্পদের বিধায়িনী, অগতের
অকাম হয়েও পূজা করে কামদায় ।(৩)

(১৮)

ইন্দ্রিয় কুসুমাজলি মন অর্থা দিয়ে বলি
মেরুমন্ত্রে(১) নিবেদিয়া ভূদেব সত্তর,
দেবীর প্রসাদ[২] বলে চপলতা গেলে চলে
লভিয়া নিষ্কামভাবে চলে অতঃপর ।

(১৯)

ব্যোমরূপে ধরিত্রীয়ে সংস্থাপিত করি ধীরে
অথবা অনন্তরূপে ধরিয়া হেলায়,
হেমানল কলেবরে যে মহী প্রসব করে
স্তরে তুষ্ট করি সেই দেবীরে তথায়,[৩]

(২০)

স্তন হতে স্নেহবশে বিগলিত রক্তরসে
গলবিলম্বিত মালা, দেখি, শোভা পায়,

৩। হ'কার = ব্যোম, 'ঈ'কার = অনন্ত, 'র'কার = অগ্নি, ইতি
'হ্রী'কার = ভুবনেশ্বরীর বীজ মন্ত্র । ৪। পঞ্চকূট = তন্ত্রোক্ত
পঞ্চতত্ত্ব ।

ভূদেব নির্বাণ ।

অক্ষমালাবেদকরে অভয়প্রদান তবে,
হলেও ভৈরবী রূপ কমলার প্রায় ।

[২১]

শঙ্কুট (৪) বিজ্ঞাবলে তোষিয়া দেবীরে বলে—
‘মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর মা আমার’ ।
সুধাভাণ্ড লয়ে করে মা হয়ে কেমনে কবে
পিপাসু সন্তানে দেবী দূরে পরিহার ?

[২২]

শির নাই আছে প্রাণ, কণ্ঠ রক্ত তাই পান—
পাগলিনী প্রায় পরে দেখিলা দেবীরে ;
হলেও শরীর নাশ থাকে আত্মা পরকাশ
শিখারে এ জ্ঞানাভাষ (৫) জগতবাসীরে ।

[২৩]

শিক্ষিত হয়েও অতি দেখি শুনি হৃৎকমতি
মায়াদি মন্ত্ৰের বলে চণ্ড চণ্ডিকায়,—
ভজিলা অনেক করি, তাই কোপ পরিহরি
প্রসন্ন হইলা দেবী প্রফুল্ল হিয়ায় ।

[২৪]

কুশ অঙ্গ পীড়াক্ষীণ পরিমান অতি দীন,
ক্ষুধায় রোদন পর যেন কান্দালিনী ;

৫ । জ্ঞানাভাষ = হিন্মস্তার জ্ঞানময় উপদেশ ।

দ্বাদশ গর্গ।

শীতে শীর্ণ ছিন্নাশ্ব(১) কল্লাশ্বিত কলেবর

ধূমাবতী দেবী পর্ণকুটীরবাসিনী ।

[১৫]

দেখি মাত্র মালা করে কিছু না উপেক্ষা ক'রে

পূজিলা সে তপস্বিনী দেবীরে তথায় ;

ভাষময় ভক্তজনে পূজ্যবস্ত সন্মেলনে

পূজাক্রমে তারতম্য [২] নাহি দেখা যায় ।

[২৬]

সেই ভক্তিপূজাবলে দেবীর স্মৃষ্টি জলে

সঞ্জীবিত হয়ে দেব লভি বগলায়

নিজ মোহ মুগ্ধগর অর্পিয়া চরণ'পর

তঁাহার মুদার-ঘাতে ভয় নাহি পায় ।

[২৭]

নবমী বিদ্যার ঋষে লভি স্বীয় শক্তি ক্রমে

অষ্টচ্ছদ শতদলে [৩] শোভিতা সুধীর—

প্রেমের প্রসূন করে লইয়া প্রসন্ন করে

দূর করি মাতঙ্গতা [৪] দেবী মাতঙ্গীত ।

[২৮]

করিকুন্তলধারে [৫] স্নাতা দেবী কমলারে

পেয়ে পরে সুকোমলকমলবাসিনী,—

১। ছিন্নাশ্বর = ছিন্ন বস্ত্র। ২। তারতম্য = প্রভেদ। ৩। ছদ =

পত্র; শতদল = পদ্ম ৪। মাতঙ্গতা = মহত্ব। ৫। কুন্ত = শুভ।

ভূদেব নির্বাণ ।

চিরকুল শতদল লয়ে করে অবিরল
 বেন সে লক্ষীর মাঝে শোভে লক্ষীরানী ।

[২৯]

বুঝিবা কি গিরিরাজ তুষার ধবল-সাজ
 লীলা কমলিনী (৬) করে অঙ্কে গিরিজায়,
 প্রগাঢ় প্রণয় ছলে তুমি [৭] শৃঙ্গু ওত্রজলে
 সেচন করিছে সুর সিদ্ধ [৮] ধারায় ।

[৩০]

কল্পবল্লরীর [১] প্রায় বুঝি, দেব কমলায়
 নিম্নের বিকল্পহানি (২) করে আকিঞ্চন,
 সেইরূপ ভক্তধনে মহাজন মহাজনে
 না পারে নিবেদন (৩) করিতে হনন ।

[৩১]

এইরূপে ভক্তিতরী ভূদেব আশ্রয় করি
 অনুকূল স্তববাতে হইয়া চালিত,
 বেন দশ পারাবার পুরী দশমাতৃকার (৪)
 যুগিয়া নির্বাণতটে ক্রমে উপনীত ।

[৩২]

বধাবিলু তরুতলে আতপত্র বিশ্বদলে
 বিরচিয়া দ্বিজরাজরাচিত [৫] শোভন,

৬। পদ্ম । ৭। উচ্চ । ৮। সুরসিদ্ধ = গঙ্গা ।

১। বল্লরী = লতা । ২। বিকল্প = বিভিন্ন কামনা । ৩। শল্য =
 শেল । ৪। দশমাতৃকা = দশমহাবিদ্যা । ৫। দ্বিজরাজ-

দ্বাদশ সর্গ ।

প্রকৃতির দত্তদান(৬)

মৃগচৰ্ম্ম পরিধান ১৮/

অজিন(৭) আসন'পরে অহীন্দ্র-ভূষণ(৮) ।

[৩৩]

শিরে মন্দাকিনী নীর(৯) বহিছে নিতান্ত ধীর

ঘনবদ্ধ জটাজালে শোভি নীলিমায়া,

যেন আকাশের ভালে সুনীল জলদ জালে

করে শুভ্র বারিধারা অরুণ ধারায় ।

[৩৪]

শুভ্রকান্তি সুবিমল— কণ্ঠে নীল হলহল ;

বিশুদ্ধ হয়েও নিত্য চরিত্রমলিন ;

শিবময় নিরন্তর, রুদ্ধরূপে ঘোরতর,

ভব্য তবু ভব ভয় নিবারণে লীন ।

[৩৫]

কৃতান্ত হয়েও হয় আশ্র হিতে হিতময় ;

সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ চরিত্র চিহ্নিত ;

বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন ঈতিদর্শী[১০] সুশোভন

ঈশান হয়েও আশু বিনাশে দৌকিণ্য

[৩৬]

ভূতধেনী ভূতেশ্বর করি যত্ন নিরন্তর

ভূতগণে(১১) বিসর্জন দিলেও যথায়,—

রাজিত = চল্লি বারা শোভিত । ৬। প্রকৃতির দত্তদান = স্বভাবতঃ—

অনায়াসে, লক্ষ । ৭। অজিন = মৃগচৰ্ম্ম । ৮। অহীন্দ্র ভূষণ = শিব !

৯। নীর = জল । ১০। ঈতি = অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মশক,

ভূদেব নির্বাক ।

অতিমাত্র সুপ্রবল তন্মাত্র(১২) যোগের বল,
তথাপি প্রসন্ন ভাব নাহি দেখা যায় ।

[৩৭]

পবন প্রহনসার
তাই লয়ে অনিবার
প্রতি তরুলতা হতে শাস্তি কামনার,
মানস সরসী নীরে
দ্বানপূত স্বর্ণরীরে
সংহার কদ্বের সেবা করিছে তথায় ।

[৩৮]

ক্ষিতি প্রফুল্লতারায়
তরু গুল্মলতাচয়
ধরিয়া বিহঙ্গনাদ মৃদু নন্দ্র স্বরে,
সস্তানে লইয়া কোলে
মৃগবাল খেলাচ্ছলে
ফুলাইছে যেন সেই ভোলা মহেশ্বরে ।

[৩৯]

দহন স্বতেজস্বীন
হইয়া ললাটলীন

শলভ, শুক, প্রভৃতি ছয়টি উৎপাত ।

২১ । ভূতগণ = ক্ষিতি অপ তেজ মরুত্ ও ব্যোম ।

দ্বাদশ সর্গ ।

ধুজ্জটিরাঃ। পুরোত্তাগে হইয়া প্রকাশ,
পাছে ঘোর তমোদোষাঃ।
ঘটায় ক্রুদ্ধের রোষ,
পূর্বেই সে তমোরাশি করিছে নিরাস ।
(৪০)
জাহ্নবী সে উগ্রভাব,
করিবারে তিরোভাব,
পতিব্রতা ধন্য দুরে কার পরিহার,
ভরল সলিল লীলা(৩)
মোহিদেশে প্রকাশিলা,
গজাধর প্রেমগান গাহি অনিবার ।
(৪১)

ব্যোম যেন সেই গীতি—
মনে না পাইয়া ভীতি,
বম্ বম্ সূক্ষ্মনাদ শিব শব্দে স্বনে,(৪৫)
আসমুদ্র হিমাচলে
উদ্ধ অধ মহীতলে
প্লাবিত করিলা ধীর মধুর নিকুণে ।(৬)✓

১২ । তন্মাত্র = রূপ রসাদির সূক্ষ্ম উপাদান ।

১ । ধুজ্জটি = ঘনি নিজের জটায় জগতের ভার বহন করেন, শিব ।

২ । তমঃ = অণবিশেষ; অন্ধকার । তমোগুণ ক্রোধের উদ্দীপক ।

৩ । লীলা = খেলা । স্বন = শব্দ, বাক্য । ৫ । সূক্ষ্ম = অনপায়ী;

নিত্য । নাদ = শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রকার । ৬ । নিকুণ = ধ্বনি ।

দ্বাদশ সর্গ ।

(৪৫)

শান্তিময় পরমেশ !

শান্তিপূর্ণ কর দেশ ,

না চাহে সেবিত্তে আজ প্রভাত পবন ;

না চাহে শুনিতে কিংবা বিহগ কূজন ,

পরম পুরুষে স্মরি কিংবা আজ ত্বরা করি

না চাহে হেরিতে সেই তপন উদয়,[১৪]

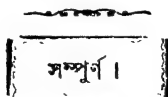
—ভূদেব—ব্রহ্মত্ব লভি আজ ব্রহ্মময় ।

ইতি ভূদেব-নির্বাণ কাব্যে “নির্বাণ” নামক

দ্বাদশ সর্গ ।

—:(০):—

- ৭। তন্ময় = ব্রহ্মময় । ৮। সীমন্তিনী = নারী; ভূদেবপত্নী ।
৯। শরীরিণী = দেহবদ্ধা, মূর্ত্তিমতী ; ১০। লোণাজলে লবণের
পুতুল মিশিয়া যায় । ১১। অব্যক্ত = চাক্ষুবঅস্তিত্বহীন । ১২।
প্রকৃতিহীন = প্রাকৃত হইতে বিমুক্ত । ১৩। সাযুজ্য = নির্বাণ
১৪। এই গুলি ভূদেবের অন্তর্জ্ঞানের নিত্য অভ্যাস ছিল ।



শুদ্ধি পত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙ্কতি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	স্বর্গেতে	ত্রিদিবে
৮	১১	বাকুল ব্যাকুল	বাকুল
৩২	১১	তব, ইঃ	তুমি তা'হা সদা জানিতে;
„	১৩	দেখ ইঃ চল, যাই দেক সব দেখিতে।	
৪২	২	—বোধন	-প্রবোধন।
৪৭	৯	সমুদয়	সমুদায়।
৪৮	৭	উন্নদ	উন্মদ।
৪৯	১৭	-বোধন	-প্রবোধন
৫৩	১৪	বলিবাণী	বার বাণী
„	১৫	বেবা	সবা
৬৩	৭	সুজনায়ে	ভুজনায়ে
৬৫	১৯	নাহিক অর্থ	নাহিক হুঃ
৬৭	১৩	দেবতা	অমর
৬৮	৪	অনুযোগে	অন্ত্রযোগে
„	১৭	না	বা
৭৬	৯	দিতেছি	দিতেছে
৮১	৬	দয়াময়	দয়াময় !
৮৪	১৫	উদ্ভূত	উদ্ভূত
৮৫	১১।১২	এ ধরাতলে	সংসার ঘোরে
		• যদি ইত্যাদি	যদি ভুলে যায় মোবে
৮৮	১২	কবে	করে
৮৯	১৪।১৭	লক্ষ্মীমতী	লক্ষ্মীবতী
৯৪	১৭	সূর্য্য	সূর্য্য
৯৫	১৫	সন্ততি আপন	আপন সন্ততি ;
৯৬	২	সমুদ্ভূত	সমুদ্ভূত

